

উৎসর্গ পত্র ।



শ্রীযুক্ত বাবু জগৎলাল বসাক

স্বহৃদ্বরেণ ।

ভাই ।

লিখিতে ভালবাসি বলিয়া এই
নাটকখানি লিখিলাম, এবং তোমার
ভালবাসি বলিয়া তোমাকে ইহা
উপহার দিয়া, নিশ্চিত হইলাম ।

আশীর্বাদক

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী ।

কুলীনকন্যা

প্রথম দৃশ্য—প্রথম দৃশ্য ।

দ্বিজগ্রাম ।

কটিকচন্ডের গোলাবাড়ী ।

(চিন্তার প্রবেশ ।)

চিন্তা । আঃ মর ! আবার বে জল এস ! পোড়া
আকাশের কি হয়েছে, এক বার আর বিশ্রাম নাই,
এদের এই গোলাবাড়ীর দরজায় দাঁড়াই, জল ধকক
তবে বাব ।

(কটিকের প্রবেশ ।)

কটিক । কেও, চিন্তে নাকি ?

চিন্তা । সে কিগো বাবু ! এখনই চিন্তে নার ?

কটিক । আরে তোকে কি কাকি দেব ? তোর
চিন্তে কি ?

চিন্তা । বাবু আমার অপার চিন্তে—বে ডহর জলে
ঝাঁপ দিতে বাচ্ছি, প্রথমে ডাবলে পর ত বুকের রক্ত
শুকিয়ে বার, তার পর ডুব দিয়ে, কাদা ঘেঁটে, মাছটা
বেন ধরলেম, আড়ায়ও আনলেম,—আর অমনি যদি

চিলে ছোঁমেয়ে নে যায়, তবেইত বাবু, আমার হাঁ
কোরে চেয়ে থাকতে হবে, বুঝলে বাবু, চিস্তুর কাছে
ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ নাই, সব পষ্ট পষ্ট কথা ।

কটি । আহা সে কি, এমনও কথা—যা বুঝতে কষ্ট
হয় না, সে কথা আর পষ্ট নয় ?

চিন্তা । তবে বাবু, আগে আমার কষ্ট মুচাও,
তোমারও কষ্ট মুচবে (স্বগত) কিন্তু কমল তোমার মেয়ে
নয়, বলতেও ভয় হয়, (প্রকাশ্যে) কিগো বাবু, চুপ
করে রইলে যে ?

কটি । আচ্ছা, তুই তবে আজ একবার দেখাতে
পারবি ?

চিন্তা । না বাবু, তা আজ হবে না, কমল মিনিকে
আজ দেখতে আসবে ।

কটি । এতদিনের পর, বের ফুল ফুটল না কি,
কোথাকার বর ?

চিন্তা । ঐ যেগো, ঐ হরদেবপুরের হরি বাঁড়ুয়োর
সঙ্গে বের কথা হচ্ছে ।

কটি । সে যে বুড়রে ?

চিন্তা । তা যা বল বাবু, কিন্তু শুনতে পারছি, তিনি
নাকি যন্ত কুলীন ।

কটি । ও কথা যাক, তুই তবে কবে দেখাবি বল
তলি ?

চিন্তা । কাল বিকাল বেলা বেড়াতে বেড়াতে
একবার আমাদের খিড়কির বাগান পানে যেও, ছাদ
থেকে গুত দৃষ্টি করিয়ে দেব (মাথার গামছা দিয়া)
যাই বাবু, জল বয়েছে, এখন একবার ময়রাবাড়ী যেতে
হবে ।

(চিন্তার প্রস্থান ।)

কটি । এখন বসে বসে কি করি ! কমলের নামে
একটা গান বাঁবা বাক্—তজ্জা !

নেপথ্যে । আজ্ঞা যাই ।

কটি । এই বে, খুড় বেটা আসুছে দেখতে পাই,
তা বেস হল, ওরই কাছ থেকে, গানটা বেঁধে নিতে
হবে ।

(বেচারামের প্রবেশ ।)

বেচা । কিছে বাপু ! একলাটি দরজার বসে কি
হয় ?

কটি । এস খুড়, বস, আর দেখা পাইনা বে ?

বেচা । আর বাবা, বে কান্না কিচেড় ! ঘর থেকে কি
আর বেরতে ইচ্ছা হয় ? পথত নয়—যেন যমালয় !

(তজ্জার প্রবেশ ।)

কটি । আরে দেখ, এক ছিলিম কড়া ডামাকি খুঁটের
আশ্রণ দে বেন্ করে, লেজে আন দেখি, একটু টিপে
সাজিস, বুঝলি ?

ভজা । বে আজ্ঞা ।

(ভজার প্রস্থান ।)

বেচা । আরে বেচা, একে কেউটে খও, তাতে
ঘুঁটের আগুণ, তা আবার টিপে মাজবে, টানবি কেমন
করে বল দেখি ?

কটি । কেমন বান্ধাটা হয়েছে বাবা, এমন তব্বির
করে তামাক না খেলে, কি শরীর গরম হয় ?

বেচা । হাঁ বোকা গেছে, এ তব্বির মহা তব্বির বটে,
এতে শরীর গরম হয়, তামাক কম পোড়ে, আর বিশেষ
কাসিতে যত্ন হয় ।

কটি । ঠাউ করছ ?

বেচা । ঠাউ নয়, ঠাউরে দেখ, টিক কখাই বলেছি ।

(হুকা লইয়া ভজার প্রবেশ ।)

কটি । খাও গুড়, তামাক খাও ।

বেচা । নানা তাকি হয়, তুমি আগে খাও ।

কটি । (ভজার প্রতি) তুই বা ।

(ভজার প্রস্থান :)

গুড় ! আমার একটা গান বেঁধে দিতে পার ?

বেচা । গান বাঁধতে আমার আসেনা বাবা !

কটি । তবে তামাক খাও, আমি নিজেই বাঁধছি
(হুকা প্রদান) ।

বেটা । (ছুকাগ্রহণ পূর্বক) ড্যালা মোর বাপ্ত্রে,
বাঁধত একটা গান, শুনা বাক ।

কটি । দাঁড়াও আগে ঠাওরাই, কি সুরে বাঁধব ।

বেটা । আরে বেটা, কি বাঁধবি তা আগে ঠাওর ।

কটিক । সে সব একপ্রকার ঠিক করাই আছে ।

আচ্ছা, দাশু রায়ের সুরে বাঁধব, কি বল শুভ ?

বেটা । হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

কটি । হান্লে বে ?

বেটা । তোমরা বড়মানুষ, তোমাদেরই যখন এমন
কদর্যা কচি, তখন আমাদের দেশে সংকীর্ণ বিদ্যা বে
লোণ পাবে, তার আর আশ্চর্য্য কি ?

কটি । আচ্ছা আচ্ছা বাবু, আমরা গাওনা বুঝিনে,
তুমি এখন ডামাকটা টেনে খাও, আঙণ নিবে যার ।

বেটা । হুঁ (কলিকাতে ফুৎকার প্রদান পূর্বক
ধূম পান)

কটি । (তানা না না সুর করিয়া) সে দিন কবে
হইবে, হৃদকমলে আমার সে কমল ফুলটি-ই-ই-ই, উঁ ছ
ভাল হচ্ছে না ।

বেটা । আচ্ছা আন্তাইটা এইরূপ কর দেখি ।

কটি । কি ?

বেটা । “হৃদি সরোবরে যম, কমল ফুল ফুটিবে ।”

কটি । থাম দেখি ।

“সে দিন কবে হইবে

হৃদি সরোবরে মম, কমল ফুল ফুটিবে”

হাঁ এই বেস হয়েছে। এইবার অন্তরাটা বাঁধা
যাক্ (সুর)

বেচা। কমলটা কেহে? কার সর্বনাশ করবার
চেঁটার আছ?

কটি। এবার বাবা, বড় পুকুরে, টোপ্ ফেলা
গেছে।

বেচা। হাঁ বুকেছি, জ্বাই চিন্তে এখন তোমার কাছে
এনেছিল বটে?

কটি। হাঁ হাঃ বাবা, বুকেছ? চিন্তে আমার কাতনা।

বেচা। তোমার চিন্তে কাতনা, সোনার টোপে সে
কাংলা পড়ে না, সে আর তোমার শ্যামী, বাধী নয়।

কটি। জ্বালাও কেন বাবা, সকলকেই আমার
জানা আছে। দ্বিজগ্রামে আবার সতী কে বল দেখি?

বেচা। আরে বালীক বলিস্ কি? চুপ কর, তুমি
কি এ গ্রামে বাস করনা?

কটি। না না তা নয়, আমি বলছি যে অসিঃংশ
স্ত্রীলোকই অসতী।

বেচা। তা ত তুমি বলবেই, পাণ্ডুরোগীর চক্ষে,
সমস্ত পৃথিবীই বিবর্ণ দেখায়।

কটি । তুমি চক্ষু ধাক্কাতে কাণা, তোমার সঙ্গে তর্ক
ফরাই অন্যায়ে ।

বেটা । আর তুমি কাণ ধাক্কাতে কালা, তোমার
হিতোপদেশ দেওয়াই অন্যায়ে ।

কটি । আরে বেটা যে একেবারে বিজ্ঞ শরীফ হয়ে
বসলেন, দেখতে পাই ।

বেটা । নাহে না, এমন কাজটা কোরনা, তোমার
ভালর জন্যই বলছি, এখন ও নিরস্ত হও, নতুবা
তোমার অপদস্থ হতে হবে । কমল তেমন মেয়ে নয় ।

কটি । হাঁ হাঁ, তেমন মেয়ে নয়, বড় সতী !

বেটা । তুমি কিসে জানলে তার চরিত্র মন্দ ?
একজন ভদ্র গৃহস্থ কন্যার এপ্রকার মিথ্যা শ্রামি করা
অত্যন্ত অন্যায়ে ।

কটি । দেখ খুড় ! বাবা তোমায় ভাল বাসতেন
কলে, তোমার অনেক কথা আমি সহ্য করি, তুমি
আমার মিথ্যাবাদী বলে তাও এখন সহ্য করলেম,
কিন্তু ভবিষ্যতে তুমি আমার সঙ্গে সাবধানে কথা কয়ো ।

বেটা । দেখ বাবা, তোমাদের অনেক খেয়েছি,
অনেক পরেছি; আজিও তোমার অঙ্গে প্রতিপালিত
হচ্ছি, অতএব তোমাদের মঙ্গলই আমার সর্বদা প্রার্থনা
করতে হয় । আমি যা বলি তাতে রাগ কোরনা, বেস
করে বিবেচনা করে বোঝ, কমলের চরিত্র মন্দ নয়,

তাকে নষ্ট করবার চেষ্টা করলে, তোমার আপনারই অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা ।

কটি । সে যদি যথার্থই ভাল হত, আমি কখনই তাকে মন্দ করতে যেতেম্না, কিন্তু আমি ভাল লোকের কাছে শুনেছি সে দিমুর——

বেচা । হাঁ, তুমি যা শুনেছ তা আমিও জানি, দিমুরকে সে ভাল বাসে, সে কথা সত্য, কিন্তু তাদের প্রণয় অপবিত্র নয় ।

কটি । আমিও তার সন্ধে পবিত্র প্রেম করতে চাই ।

বেচা । তুমিত চাও, কিন্তু সে চাইবে কেন ? হুঁহু—
মুখী হুঁহুয়ের দিকেই তাকায় ।

কটি । সহজে না চায়, তুলে আনবে, হাতে পেয়ে,
আপনার দিকে কিরাতে পারব ।

বেচা । তা মনেও কোরনা, তুলে আনবে, মুদিত হবে, শুকিয়ে যাবে, তবু তোমার পানে চাইবে না ।

কটি । আচ্ছা আগেত হুঁহুকে অস্ত্রাচলে পাঠাই,
তার পর বোঝা যাবে ।

বেচা । তোমার বাবা, অত কষ্ট স্বীকার করতে হবে
কেন, তোমার যে প্রবল প্রতাপ, তুমিত অন্যায়সে
তাকে বগলে চেপে রাখতে পার ?

কটি । দেখ বেচু গুড় ! তুমি বড় বাড়াবাড়ি করতে
লাগলে, তুমি বুকে বসে দাড়ি উপড়াও—তুমি আমার

সামনে বসে, আমার বাঁদর বলে যাও, তোমার এত বড় স্পর্ধা ।

বেচা । তুমি রাগ করলে, আমি এই চলেম, আর তোমার কাছে আসব না, আমার ভিক্ষা করে খেতে হয় তাও স্বীকার, তবু তোমার দ্বারস্থ আর হব না ।

(সক্রোধে বেচারামের প্রস্থান ।)

ফটি । তাইত ! বদার্থই যে রাগ করে গেল, কর্মটা ভাল হল না, ও গেলে আমার চলবে না, আমার সংসারে সকল বেটাই চোর, ও না থাকলে এত দিন আমার বিঘ্ন আশয় রক্ষা করা তার হত, আর বাবাও, আমার, পুনঃ পুনঃ, ওর পরামর্শে কাব করতে বলে গেছেন । না, কর্মটা ভাল হলনা, খুড়কে আবার ডাকতে হল ।

(প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

জয়রামের বাড়ীর ছান ।

(কমলিনী ও দিননাথের প্রবেশ ।)

দিন । কমল ! এ ফুলটি কেমন দেখ দেখি ?

কম । বেশ ।

দিন । এস, তোমার মাখায় পরিয়ে দি ।

দিন । ঐ যে তারাগুলি দেখছ, এখান থেকে বোধ হচ্ছে, যেন আকাশের এক এক খানি হীরা বসান রয়েছে, ও সকলগুলি এক একটি প্রকাণ্ড জগৎ; বোধ হয়, মৃত্যুর পর মনুষ্যের আত্মা ঐ সকল নক্ষত্রে গমন করে ।

কম । মলে পর সবাই কি, তবে, এক জায়গায় যাব না ?

দিন । ইহলোকে যে যেমন কর্ম করে, মৃত্যুর পর তেমন লোকেই তার গতি হয় ।

কম । আর দুজনে যদি সমান পুণ্য করে, তা হলে কি হয় ?

দিন । তা হলে অবশ্য দুজনে এক জায়গায় যাব ।

কম । তবে আমি মরব, মরতে আমার আর ভয় কি, তুমি কখন কোন পাপ করনি, আমিও করিনি, আমরা দুজনে এক জায়গায় যাব, এক সঙ্গে থাকুব ।

দিন । (স্বগত) দেখতে পাচ্ছি সেই পাত্রই স্থির হয়েছে, (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) কেন কমল, এখানে কি তুমি আমার চাওনা ?

কম । এখানে যদি তোমার পাব, তবে মরতে যাব কেন ? দিনু ! পৃথিবীতে আমার আর সুখ নাই ।

দিন । (স্বগত) তাইত বা কি এ বিবাহে মত দিলেন, তেমন বুদ্ধ পায়ে কেমন করে কন্যা দান করবেন ? (প্রকাশ্যে) এ বেতে তোমার মায়ের মত আছে ?

কম । মার একান্ত ইচ্ছা—তোমার সঙ্গেই আমার বে হয়, কিন্তু বাবার তাতে মত হয় না, তিনি বলেন “ দিনু কুলীন নয়, বংশজকে কেমন করে যেয়ে দেব ” (সরোদনে) দিনু ! জন্মের মত তোমায় আমি হারাব, এ কথা যে ভাবতে পারি না ।

দিন । কমল ! চূপ কর, আর কেঁদনা, তোমার কান্না আমি দেখতে পারি না ।

কম । এখন আমার কান্নাতেও একটু সুখ আছে, কেন না, তুমি আমার ব্যথার ব্যথা পাচ্ছ, কাতর হয়ে আমার মুখ ঘুছিয়ে দিচ্ছ, কিন্তু বল দেখি, অন্যে এখন আমার বে করে নে যাবে, তখন আমার কি দশা হবে ?

দিন । হুঁ (কিংকণ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া) কমল, তুমি এখন নীচে যাও, আমি জীবিত থাকতে, অন্য কেহই তোমায় বিবাহ করতে পারবে না ।

কম । তুমি কি করবে ! তোমার চক্ষু দেখে আমার ভর করছে ।

দিন । না জেয়ার ভর কি ? পাপচিন্তা কখনই
আমার মনে স্থান পায়না ।

কম । তা আমি বেস জানি ।

দিন । তবে তুমি এখন ঘরে যাও ।

কম । হ্যাঁ আমি আসি, দিনু আমার মাথা খাও,
রাগ করোনা ।

(প্রস্থান ।)

দিন । (পরিক্রমণ করতঃ) কমল অবিবাহিতা, আমিও
অকৃতদার । কমল আমার প্রাণের সহিত ভাল বাসে,
আমিও কমলকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করি ।
আমাদের প্রণয় অপবিত্র নয়—লালসা-সম্মত অচির-
জাতও নয়, তবে আমি কমলকে কেননা বিবাহ করিব ?
স্ত্রী পুরুষের মনের মিলনকেই যদি পরিণয় বলে—আর
যদি কেন, সেই বিবাহই প্রকৃত বিবাহ—তাহা হইলে,
অনেক দিন আমাদের বিবাহ হইয়াছে । এখন কমল
আমার ধর্ম্মপত্নী—তবে কেন আমি আমার স্ত্রীকে পরি-
ত্যাগ করিব ? কে সহজে আপনার প্রণয়িনীপত্নীকে,
বিসর্জন করিতে পারে ? প্রাণ থাকিতে তাহা আমি
কখনই পারিব না । কমল আমার জীবন সর্ব্বস্ব,
আমার জীবন থাকিতে, কাহার সাধ্য আমার কমল
সীতা কুণ্ডে নিক্ষেপ করে ?

(প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

জয়রাম যুথোপাধ্যায়ের অস্ত্র-পুর—বরদাহান ।

(জয়রাম ও হৈমবতীর প্রবেশ ।)

হৈম । আচ্ছা, একান্ত যদি দিনুর সঙ্গে না হয়,
একটি ভাল ছেলে সেখে, যেয়ের বে দাওনা কেন ?
কমলকে আমি, গলায় পাতর বেঁধে, জলে ফেলে দেব,
সেও ভাল, তবু অমন বুড় বরকে কখনই দেবনা ।

জয় । হী, বুড়, কে বলে বুড় ?

হৈম । ওমা বুড় নয়, অমন কথা বোলনা । তোমার
চেয়েও যে বয়সে বড় ।

জয় । আমি বুড় হয়েছি নাকি ?

হৈম । তুমি কেন বুড় হতে বাবে, তোমার চেয়ে
যে বড়, তাকে বুড় বলবনা ?

জয় । আমার অপেক্ষা তার অধিক বয়স, তোমার
বললে কে, তুমি তার ঠিকুজি কুন্ঠি দেখেছ নাকি ?

হৈম । ঠিকুজি দেখতে হবে কেন—গোঁক জোড়াটি
যে শণ মুড়ী হয়ে গেছে, চোকে দেখনি কি ?

জয় । ও অমন, এক এক জনের গোঁক দাড়ি,
অল্প বয়সেই পেকে যায়, তা বলে তাকে কি বুড়
বলতে হবে ?

হৈম । দেখ, তুমি আর জ্বালিওনা, দিন কাল
গেছে, এককালে ছেকেছে, অস্ত-দস্ত-হীন, অমন বরকে
আমি কখনই মেরে দিতে পারব না ।

জয় । আরে হাবি, আবার কি সাব বে, যেহেটাকে একটা বুড়র গলার গোঁধেদি, কমলের অন্তে ডাল বর বর থাকলে, এত দিন একটা জুটে আস্ত, নিতান্ত ওর কপাল মন্দ, তা আমি কি করব, কত দিনে ডাল পাত্র জুটবে, তার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারি ? কমলের বয়ঃক্রম প্রায় বোল সতের বৎসর হল, বিবাহ না দিয়া আর ওকে রাখা যায়, লজ্জার বে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারিনা ।

হৈম । একটু নীচু হারেই যেহের বে দাওনা কেন, তা হলেত ডাল বর পেতে পার ?

জয় । কি ! একটা কন্যার সামান্য ঐহিক সুখের জন্য, আমি কৌলীন্য মর্যাদার খাট হব ? প্রাণ থাকতে তা হবে না ।

হৈম । তুমি কুল কুল করে, সকল কুল নষ্ট করবে, নিতান্তই একটা অনর্থ ঘটাবে দেখতে পাচ্ছি ।

জয় । অ্যা, তুমি বলছ কি ?

হৈম । বলছি আমার মাথা, এখনকার মেয়ে ছেলের সব চোক কাণ কুটেছে, সে কাল আর নাই, তাই বলছি একটু বুঝে সুঝে কাজ কোর ।

জয় । বুঝা গেছে, বুঝা গেছে, দিনেক, আজ বাড়ী থেকে দূর করে, তবে আমার আর কাজ ।

হৈম । কেন মিথুর দোষ কি ?

জয়। সোব জবে জার।

হৈম। দোহ তোমার।

জয়। হাঁ, ত্রীর কথা, বাঁদর নাচতে পারি না, —
এ আমার বড় দোষ বৈকি, দেখ, বা ভূমি বুঝনা, যাতে
তোমার কথা কবার অধিকার নাই, সে বিষয়ে চুপ্
করে থাকাই কর্তব্য, বুঝলে ?

হৈম। কি, আমি কথা কবনা ? আমার দশটা নয়,
পাঁচটা নয়, একটা মেরে—আমার আদরের কমল, সে
কমল আমার, তুমি তপ্ত জলে ফেলে দেবে, আমি কথা
কব না ?

জয়। তবে তোমার মেয়েই বড় হল, হেলেটা আর
কেউ নয়, না ? তার কুল থাক্ আর থাক্, তোমার
মেয়ের ভাল হলেই ভাল, কেমন ?

হৈম। নিমাই আমার বেঁচে বর্ত্তে থাক, তার কুলে
কাজ কি ?

জয়। উঃ ! দিনে বাড়ীতে থাকতে আর, তোমা-
দের দুর্লভি, যুচ্ছেনা, আচ্ছা, এর উপায় আমি এখন
নই করছি। চিন্তে, চিন্তে—

মৈপথ্যে। বাইগো ও ও।

হৈম। চিন্তেকে আবার কেন ?

জয়। কেন ? এখনই দেখতে পাবে।

(চিন্তার প্রবেশ।)

দিমুকে চট করে ভেঁকে দে বেঁধি ।

চিন্তে । আজ্ঞা বাই ।

(প্রস্থান ।)

হৈম । তুমি করকি, পাগল হলে নাকি ?

জয় । তোমরাই আমার পাখল করে তুললে ।

দিনেকে আর এক দণ্ড বাড়ীতে রাখা হবে না ।

হৈম । কেন সে করেছে কি ? তুমি আর একটি ভাল ছেলে এনে, যেদের বে দাওনা কেন ? তাতে তোমায় কে বারণ করছে, দিমুকে অপমান করা কেন ?

জয় । যাও, যাও, আপনার কাজে যাও ।

হৈম । চুলায় যাও, গোল্লার যাও, তোমার নিজস্ব মতিছুর হয়েছে ।

(সক্রোধে প্রস্থান ও অপর দিক দ্বীতে দিননাথের প্রবেশ ।)

দিন । আপনি আমার ডাকছিলেন ?

জয় । হাঁ, বস, বলছি (চিন্তা করিয়া) দেখ বাপু ! তোমার পিতার সহিত বহুকালাবধি আমার আন্তরিক বন্ধুত্ব ছিল, সেইনিমিত্ত তিন, দৃত্য শস্যায়, অপর কোন অভিভাবক না থাকায়, তোমার আশ্রয় হস্তে সন্মর্পণ করে যান । বোধ হয়, সে মোহজনক ঘটনাটি, তোমার কিছু কিছু স্বরণ থাকতে পারে, কারণ, তখন তোমার প্রায় সাত আট বৎসর বয়ঃক্রম হয়েছিল ।

দিন । আজ্ঞা হাঁ, সে ঘটনাটি অতি উজ্জ্বল বর্ণে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, জীবন থাকতে সে দৃশ্য আমি কখনই ভুলতে পারবনা, অন্তর্গামী চন্দ্রমা যেমন প্রভাকরের পোষ্ট করে, পৃথিবীকে প্রদান করেন, সেই প্রকার জনক আমার, আগমনকার মঙ্গলজনক করে আমার সমর্পণ করে বান ।

জয় । তারপর, তোমার আমি কি রূপ যত্নের সহিত প্রতিপালন করেছি, তা তোমার অগোচর নাই ।

দিন । আজ্ঞা, আগমনার ঋণ, আমি কোন কালেই পরিশোধ করিতে পারবনা, অবগণ অবস্থার পিতা মাতার বৎসল যত্নে বঞ্চিত হয়েছি সত্য, কিন্তু মহাশয়ের অপার অনুগ্রহে, পিতৃহীন বালকের মত, আমার কখনও কোন কষ্ট পেতে হয় নাই ।

জয় । (স্বগত) দুর্জ্জন তুণ্ড, অমৃতকুণ্ড । (প্রকাশ্যে) এখন বাপু, তুমি কৃতবিদ্যা ও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ, এখন তোমার, একটা বিষয় কর্ম অবলম্বন ও দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারী হওয়া কর্তব্য হয়েছে ।

দিন । আজ্ঞা হাঁ, এই আগামী পৌষ মাসে ব্যবহার শাস্ত্রের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হলে, বা হয় একটা কার্য্যে নিযুক্ত হতে হবে ।

জয় । ভাল, যতদিন তোমার পরীক্ষা না হয়, তুমি

কলিকাতায় গিয়া থাক না কেন, এখানে থেকে বুধা সময় নষ্ট করায় কল কি ?

দিন । আজ্ঞা, আমার পাঠ সমাপ্ত হয়েছে, এখন আর, সেখানে থাকবার প্রয়োজন হচ্ছেনা, বুধা অর্থ নষ্ট, ও কষ্ট স্বীকার করা কেন ?

জয় । তোমার দেখতে পাচ্ছি বাবু, কিঞ্চিৎ অসুস্থতার হয়েছে, তোমার শিখিবার কি আর কিছুই নাই ?

দিন । আজ্ঞা এমন কথাও আমি বলছি না, শিখা করবার আমার সমস্তই রয়েছে, শাস্ত্র সাগর সমান, তবে আমার আর বিদ্যালয়ে অবস্থানের প্রয়োজন নাই ।

জয় । না, না, এখানে আর তোমার থাকা হবে না ।

দিন । (স্বগত) বুধা গেছে, আমি কমলের বিবাহ পথে কষ্টকৃত হয়েছি (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা আমার স্থানান্তর হওয়া কি আপনার একান্ত অভিপ্রায় ?

জয় । হাঁ, কল্যাই তুমি কলিকাতায় যাও । আমার পত্র না পোলে, তুমি এখানে এস না ।

দিন । যে আজ্ঞা ।

(প্রস্থান ।)

জয় । কটিকের কথার তাৎপর্য এখন বিলক্ষণ বুঝতে পারলেম, অবিবাহিতা যুবতী কন্যার সহিত,

একজন সম্পর্কহীন যুবা পুরুষকে একত্রে রেখে, পরস্পর ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হতে দেওয়া, নিতান্ত অবিবেচনার কাণ্ড, তার আর সন্দেহ নাই। কটিকের বুদ্ধি ও পরিণামदर्শিতার, শত শত বন্যবাদ করি, এত অল্প বয়সে এ প্রকার বিজ্ঞতা প্রায় দেখা যায়না, আর না হবে কেন, কেমন বাণেশর বোটা ? এই অগাধ বিবরণটা চোঁদুরী যথাসয়, কেবল আপনাতর বুদ্ধি কোঁশলে, উপার্জন করে গেছেন ।

(প্রস্থান ।)

চতুর্থ দৃশ্য ।

অবসান মুখোপাধ্যায়ের বাটার ছাদ ।

(কমলিনী ও কুমুদিনীর প্রবেশ ।)

কুমু। দেখ্ ভাই কমল, কি চমৎকার মেঘ উঠেছে !
যেন একটি পাকা সোণার পর্দাত ঝক্‌ঝক্‌ করছে ।

কমল। আহিত বলি বোন ! ওর করতে ঐ কোণের কাল মেঘ খানি ভাল, কেমন থাকে থাকে কতদূর পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে দেখ্ দেখি, ইচ্ছা করে একলাটি ঐ খানে গিয়ে চুপ্‌টি করে বলে থাকি ।

কুমু। আমার ভাই ভা ইচ্ছা হয় না, বরং ঐ বে মেঘ ওলা সাঁ সাঁ করে চলে যাচ্ছে, ওরই একখানার

উপর চড়ে বেড়াতে ইচ্ছা করে, বেন, আরাম করে শুয়ে থাকি, আর ঘেঁষ খানা হু হু করে উড়ে যায়—কত দেশ, কত মানুষ, কত বন, কত নদী, কত পর্বত সব দেখতে দেখতে যায়।

কম। আর মনের কথা, কলিকাতার গিগে যদি পাই, ত তারানাথকেও একবার দেখে আসি, কেমন?

কুমু। সে তাই সত্যি কথা, তোমার কাছে বলতে কি বোন্ তোকে দেখবার জন্যে, মনটা এক এক সময় এমনই হয় বটে।

কম। আজ তাই শনিবার তোর পূর্ণিমা, তাই আজ তুই এত প্রফুল্ল, না?

কুমু। মরণ আর কি! চাঁদ না উঠতেই কি কুমু প্রফুল্ল হয়?

কম। তুমি তাই স্বার্থ ডাণ্ডাবতী, তাই অমন পতি পেয়েছ।

কুমু। তোমার বিয়ের কি হল?

কম। হবে।

কুমু। কবে?

কম। তা জানিনা।

কুমু। কার সঙ্গে, সেই বুড়োটার সঙ্গে নাকি?

কম। হাঁ। (বিষন্ন বদনে অবস্থান।)

কুমু। সে কি কমল! তুমি কান্দছ না কি?

কম। অস্তাচলে গেলে দিনযনি,
তুমি কিলো, জাননা স্বজনি !
নিশির শিশির ছলে, কাঁদে কমলিনী,
তুমি কি কাঁদনা কুমুদিনি !
প্রভাতা না, হইতে যামিনী
চলি যায় নাথ বনে করি বিদ্যাদিনী ?

কুমু। তুমি ভাই কাকেও ভাল বাস ; হ্যাঁ হ্যাঁ,
মনে পাড়েছে, একদিন তুমি আমার ইশারার বলে
ছিলে বটে, দিনুকে তুমি ভাল বাস, না ?

কমল। (সরোদনে ।)

* কেন বা সখিরে, তাঁরে ! বাসিরাহিলায় ভাল,
কেন নাহি ভাবিলায়, ঘটলায় নিজ কাল !
তাঁরে যদি না হেরিতাম,
তাঁর গুণ না জানিতাম,
জনমি যদি মরিতাম, অভাগিনীর হত ভাল ।

কুমু। তা ভাই, কি করবে বল, যে বাকে ভাল বাসে,
সে কি তাকেই পার ? প্রায়ই পার না, এর পর, যার
সঙ্গে তোমার বে হবে, এক সঙ্গে থাকতে থাকতে,
তারই উপর তোমার মন বসবে, তখন তাকেই আবার
তুমি ভাল বাসবে ।

(চিস্তের প্রবেশ ।)

চিন্তা। দিদি-ঠাকুরণ ! মাঠের ধারে বসে কে গান

* রাগিনী ষিঁষিট ভাল আজাঠকা ।

গাছে শুবে এস, এমন গান ডাই কখনও শুনিনি
(নেপথ্যে ।)

গীত ।

রাগিনী মজার তাল একতাল ।

কেন বিষাদিনী, বল বিনোদিনী !

পুরুষ সরল করিলে স্বজনী ॥ (১)

এক পদ জলে, আর পদ স্থলে ;

হুনে হলাহল, মুখে সুধা গলে ;

একে রত তারা নাহেগো সরলে !

কপটভায় দিবস রজনী ॥ (২)

চিন্তা । ঐ শুন দিদিঠাকুরণ, শুন্তে পাছ ?

কুমু । আরনাডাই, একটু এগিয়ে গে, গানটা ভাল
করে শুনে আসি ।

কম । না বোন, আমার আর গান টান তাল
লাগে না ।

কুমু । আর আর, উঠে আর, আমার মাথা খাস
আর । (সকলের কিয়দূর অগ্রসর হওন ।)

কুমু । ওলো গান খেমে গেল বে, রোস্ ডাই, কি
যেরে দেখি, মানুষটা কে ? (তত্ত্ব অভিনয় করণ)

কম । কে রে কুমুদ ?

কুমু । ওলো সেই মিন্বে ।

কম ! কোন্ মিন্বে ?

কুমু। সেই কে লো, মনে মাই ?

কম। কে লো ?

কুমু। সেই কে লো, তোতে আঘাতে, সে দিন
বিকাল বেলা, তোদের মানের ঘাটে গাধুছিলুম, আর
সেই।

কম। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সেই মিন্বে ?

কুমু। বেটার কি বিজ্ঞী চাউনি ভাই, দেখলে ভয়
করে।

চিন্তা। কে গা ? রোস আমি দেখছি। ওগো, বড়
বাড়ীর বড় বাবু বে, আছা ! কি চমৎকার চেহারা ভাই,
যেন চাঁদ উঠেছে, দিদিঠাকুরণ, একবার দেখেবাও ?

কম। আ, নর, গলে পড়লি বে দেখতে পাই।
আয় ভাই কুমুদ, আমরা এখান থেকে যাই চল।

কুমু। দাঁড়ানা ভাই একটু, ঐ আবার গাইছে,
গানটা শুনে যাই।

নেপথ্যে।

গীত।

রাগিনী কালাতড়া তাল আড়াখেমটা।

সে দিন কবে হইবে।

হৃদি সরোবরে মম, কমল ফুল ফুটিবে।

আমার নয়ন রবি,

হেরিবে সে চাক ছবি,

ভণে কটিকচন্দ্র কবি, বিধি কি সে নিধি দিবে।

গ

কুমু। আ মরণ ! ও কমল, তোর নামেই গান
গাচ্ছে যে লো ?

কম। আর ডাই, আমরা যাই আর, ওমিন্ধে ভাল
মানুব নয়।

চিন্তা। এখন, তোমার মত ভাল মানুব, কি ডাই
সবাই হবে ? বাই এখন কাজ কর্ত্ত করিগে।

কুমু। আমি ও ডাই বাই, সন্ধ্যা হল, চিন্তে,
আয়না লা, আমার সঙ্গে, একটু এগিয়ে দিয়ে আস্‌বি।

চিন্তা। আঃ উনি কেন কচি খুকি, ওঁকে আবার
দাঁড়াতে যেতে হবে। যাওনাগা, কে তোমার লুটে নে
যাবার জন্যে পথে বসে রয়েছে ?

কুমু। না, না, তোর আর বারু দাঁড়াতে হবেনা,
তোর যে মুখের স্রী। (প্রস্থান।)

চিন্তা। (স্বগত) আঃ আপনার ওমরেই আট্-
খানা, উঁকিটে যেরে আর, একবার দেখা হলনা,
(কতিপর পদ গমন করিয়া) বাইরের সিঁড়ি দে দিছুর
মত কে উঠে আস্‌ছে না ? দেখি কে ? হ্যাঁ, সেইত
বটে, এই দিকেই আস্‌ছে যে, তবে কল্‌কেতার যাও।
হয়নি, পোকা গুল পদীপের কাছেই ঘুরে ঘুরে ঘুরে,
পুড়ে মরবে সেও ভাল, তবু ছেড়ে যেতে চায়না। এই
আড়ালে দাঁড়াই, কমলের সঙ্গে কি কথা কর সব
শুনতে হবে। (অন্তরালে অবস্থান।)

কম। আর জন্মে কত পাপই করেছিলাম, তাই কুলীনের ঘরে হয়েছি, বিবাতা কি কেবল ছুখ সেবার তরে আমার পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন?

(দিননাথের প্রবেশ।)

ওমা, কেগো! (পক্ষাতে দেখিয়া) অ্যা তুমি, কল্কেতার বাণি!

দিন। তোমার সঙ্গে দেখা না করে কোথাও যেতে পারি?

কম। দিহু! তুমি কি জন্মের মত আমার হেডে চললে আর আসবেনা?

দিন। তোমায় না মেখে কি থাকতে পারি? অবশ্য আসব। (নেপথ্যে) দিদি অ দিদি ই ই ই।

কম। কেন?

(নিমাইয়ের প্রবেশ।)

নিম। যা তোকে ডাকছে, নেমে আর।

কম। তুই বা, আমি বাছি।

নিম। সন্ধ্যা হয়েচে যে পোড়ারমুখি, নামতে কি হবে না?

কম। না, তুই বা। হতভাগার মুখের স্ত্রী দেখ!

নিম। বাবিনি, বাবিনি, আমি তবে মাকে গিয়ে বলে দিই গে, তোকে না দিনদার সঙ্গে কথা কহিতে বারণ করেছে?

দিন । কি ও নিমাই, স্বকড়া করছ কেন ?

নিম । আমি; না কমলী কোঁদল কচ্ছে, বা, তুমি-
ওত বেস দেখতে পাই ।

দিন । দেখ্ নিমৈ তোর বড় স্পর্কী হয়েছে ।

নিম । তুমি আমার চোকু রান্ধাবার কে ? তোমার
খাই না পরি ?

কম । কি ও মুখপোড়া (নিমাইয়ের মুখে হস্তা-
র্পণ ।)

নিম । অঁ্যা অঁ্যা অঁ্যা, তুই আমার মারলি
কেন ? আমি মাকে বলে দিইগে ।

কম । (নিমাইয়ের হস্ত ধরিয়া) বা, তোকে আবার
মারলেম্ কখন ? দেখ্ ।

নিম । না, মারলিনি বৈকি ? তুই আমার ছেড়েদে,
দেনা ছেড়ে (রোদন ।)

কম । আঃ কি জ্বালা । চূপ করনা তাই ।

নিম । অঁ্যা অঁ্যা, আমি কেন চূপ করব ? তুই
আমার মারলি কেন ?

কম । লক্ষ্মী দাদা আমার, চূপ কর ।

নিম । আমি চূপ করবনা, আমার ছেড়েদে
(রোদন ।)

কম । তোকে আমার সেই গিল্টি করা তাম
জোড়াটা দেব এখন, চূপ কর ।

নিমা । অঁয়, তাই তুই দিচ্ছিস্ । আমার যিছে কথা বলে ভোলাচ্ছিস্ ।

কম । না, মাইরি দেব ।

নিমা । এই যে তুই, না মাইরি বল্দি, বল মাইরি দিবি ?

কম । মাইরি দেব ।

নিমা । তিন সত্যি কর ।

কম । দেব, দেব, দেব । হল ত ? তুই এখন যা ।

নিমা । হ্যাঁ আমি বাই, তুই কিন্তু শীগগির নেমে আর, মা ডাকছে ।

(প্রস্থান ।)

কম । দিনু, আমার মাথা খাও, আমার ছেড়ে যেওনা, তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেইখানে যাব, তোমার যে কেউ নাই দিনু, অসুখ করলে, কে তোমার দেখবে ?

দিন । আহা কমল, কুলীনের ঘরে তোমার জন্ম কেন হয়েছিল, উদ্যানের উপযুক্ত ফুল শাশানভূমে কেন ফুটেছিল ! কমল, আমার নিমিত্ত তুমি অত ভেবনা, কে বলে তোমার, আমার কেউ নাই, শ্বেহময়ী, দরাময়ী, আমার মা আছেন, আমি মায়ের চরণ তলে, পড়ে থাকব ; অসুখ হলে, আমার মা আমার দেখবেন ।

কম । না দিছু, তোমায় ছেড়ে আমি কখনই থাকতে পারব না, কুঁড়ে ঘরে থেকে, এক বেলা থেকে, মোটা কাপড় পরেও, যদি তোমার কাছে থাকতে পাই, তবু আমি আপনাকে রাজ্যশাসী মনে করব ।

দিন । দেখ কমল ! আমি অনেক বিবেচনা করে, দেখলেম, তোমার সহিত বিবাহের আশা, আমার একান্তই পরিত্যাগ করতে হয়েছে—কৃত্ত্ব আমি কখনই হতে পারবনা, তোমার পিতা আমার আপনার সম্ভানের মত শ্রদ্ধ করেন । তাঁর অঙ্গে আমার শরীর । আমার যদি পৃথিবীর সমস্ত স্থখে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাও স্বীকার, তবু তাঁর মনে আমি কখনই কষ্ট দিতে পারব না ।

কম । তা সব আমি জানি, কিন্তু মন যে বুকে না, তোমায় না দেখে আমি কেমন করে থাকব !

দিন । দেখা হবে না কেন ? তোমার সঙ্গে সর্বদাই আমি সাক্ষাৎ করব ।

কম । আমার বিয়ে হলে, আর কোথা তুমি আমার দেখা পাবে ? দিছু ! আমি কার ঘর করতে বাধ্য ? মন জ্বালাতন হলে, কার মুখ দেখে জুড়াবে ? না দিছু আমার তুমি ছেড়ে বেওনা (সরোবরনে) তোমার ছুটি পারে পাড়ি আমার ছেড়ে বেও না ।

দিন। আহা হাঁ, আমার কেমনা, আহা
আমি বিবেচনা করে যাঁহর একটা করব। এখন
তুমি নীচে যাও।

কম। দিগু, অধিনীকে পারে টেলনা, আমার
মাথা খাও আমার তুলে খেঁক না।

(প্রস্থান।)

দিন। (ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করতঃ) কর্তব্যানুরোধে
ক্রম নিজ পুত্রের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন, কর্তব্য-
ানুরোধে রম্যপতি পতিপ্রাণা, সাক্ষী-মতী-সীতাকে
বনবাস দিয়াছিলেন, কর্তব্যানুরোধে মনুষ্যের ত্যাগ
স্বীকার অবশ্য কর্তব্য। হৃদয় এতদ্বি ছিন্ন হইলেও
চিরার্জিতা আশালতা আমার উন্মূলন করিতে হইল।
আহা কমল! কমল! আঃ।

(প্রস্থান।)

প্রথমাক্ষ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াঙ্ক—প্রথম দৃশ্য।

কটিকচন্দ্রের বসিবার ঘর।

(কটিকচন্দ্র আসীন ও বেচারামের প্রবেশ।)

কটি। আরে, এস খুঁড়, বস, ওরে কে আহিস,
ভামাক দে যা ; তবে খুঁড়ো ভাল আছত ?

বেচা। আর তোমার কথার আবশ্যক নাই,
চের হয়েছে।

কটি। আমি তোমার কি এমন কটু কথা বলেছি
যে, তুমি আমার উপর এত রাগ করেছ ?

বেচা। তোমার কথায় আমি রাগ করিনি, তুমি
আমার ধরে মারলেও রাগ কব্ব না, তবে—

(ছকাসইয়া তজ্জার প্রবেশ)।

কটি। খাও খুড়, তামাক খাও।

বেচা। (ছকা লইয়া ধূমপান করিতে করিতে) তবে,
এ অতি দুঃখের বিষয়, যে আজিও তুমি কুপ্রবৃত্তির হস্ত
হতে মুক্ত হতে পারলে না।

কটি। বাবা, তব্লকীর ভিতর বতই মোয় দাও,
নিছুর দাও, আর পারাই দাও, মুক্ত সে কখনই হবেনা,
আমায় হিতোপদেশ দেওরা, আর ভাঁটার উপর
সরিষা রাখা সমান।

বেচা। তবে আমার ডাকলে কেন ? যা খুসি তাই
করগেনা, কে তোমার ধরে রেখেছে ?

দিবা নিশি মুক্ত আছে নরকের দ্বার ;

অধোগতি, সোজা অতি, পথ পরিকার।

স্বহৃদে চকু মুদে চলেবাও, কিন্তু বাবা, পরে চের
পাবে। গ্রীষ্মের রৌদ্র, অসহ্য গ্রীষ্মের পরই আকাশ
মেঘাচ্ছন্ন হয়।

কটিক। খুড়া তুমি বলছ' বাটে, কিন্তু বাবা, স্বর্গে উঠা কি সহজ কাজ ? এ যেন ভীমার্জুন, তাঁরাই ধানিক দূর উঠে পড়ে বসেছে, আমিও কুর প্রাণী, আমার কখনো কি ?

বেচা। আচ্ছা টের পাবে এর পর, এখন তোমার বিষয় আশ্রয় গুলি সব বুঝে নেবে, আমায় নিকৃতি দেবে ? তোমার কার্যে আমি আর একদণ্ড লিপ্ত থাকতে চাইনা।

কটি। (স্বগত) তাইত আরও যে চটে গেল দেখছি, বেটা আগেত এত খীট খীটে ছিলনা, বাহোক ওর কাছে একটু সাবধানে চলতে হবে, চটান হবেনা, ও গেলে আমার চলবেনা (প্রকাশ্যে) বেচু খুড়, তুমি কি তামাসা বুঝনা, তুমি কি মনে করেছ আমি যথার্থই গোজ্জার গেছি ?

বেচা। তা না যাও, এই আমার ইচ্ছা, ঈশ্বর তোমায় ধন দিয়াছেন, কখনো দিয়াছেন, তার সদ্যবহার কর এই আমার ইচ্ছা। পাপ কার্যে সুখ কি বলদেখি ?

কটি। তাকি আমি আর জানিনা ?

বেচা। সেইটি বুঝতে পারলেই ভাল (গাত্রোখান পূর্বক) আমি আসছি, গিন্নী ডেকেছিলেন, তাঁর কি চাকার আবশ্যক হয়েছে।

কটি । হাঁ । শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তাই ব্রহ্মাণ ভোজন করাবেন । দেখো খুড়, যার কাছে এসব কথা কিছু বোলনা ।

বেচা । যাকে তোমার ভয়কি ? তিনিইত তোমার মাথাটি ধেরেছেন ।

(প্রস্থান ।)

কটি । ওর কাছে আর কোন কথাটি নয় । কমলের আশা আমি কখনই পরিত্যাগ করতে পারব না, পারলেও তা করবনা, দিনের অন্ধ্রে আমার ধূল দিতেই হবে । বেটার মুখের গ্রাস কেড়ে খেলে, তবে গায়ের জ্বালা যাবে— কেও ।

(চিন্তার প্রবেশ ।)

চিন্তা । প্রণাম হইগো, বাবু !

কটি । আরে, এমন সময়, তুই এখানে কেন ? এখন বা, এখন বা ।

চিন্তা । বাবু একটা কথা বলে যাব ।

কটি । কি কথা ? শীত্র বল ; দেখ্ দেখি, কেউ আসছে না ত ?

৬ চিন্তা । (ইতস্ততঃ অবলোকন পূর্বক) কৈ না, সব ত যোগাড় করেছি বাবু, এখন কি দেবে, আমার দাও দেখি ।

কটি । কি করলি, তার ঠিক নাই, এখনই তোকে কি দেব ?

চিন্তা । সব ঠিক করেছি বারু, তবে বলি শুন ।
(কটিকের কাণে কাণে কি বলিল) ।

কটি । হাঁ ? আচ্ছা, তবে তুই বিকাল বেলা, এক বার, গোলাবাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করিস্ ।

চিন্তা । যে আচ্ছা, তবে এখন আসি ।

(প্রস্থান ।)

কটি । (গাত্রোপ্থান পূর্বক ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করতঃ) মিনে, এইবার তোকে পেড়েছি, বেটা পাজি, ভেতুড়ে, তোর এত বড় স্পর্কা, আমায় তুই কটু কথা বলিস্ ? বেটা, মনে করেছিলি—নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করবি । জয়রামের খিড়কির পুকুরে স্নান করতে যেতেম, তা তোর সহ্য হত না, বেটা তুই আমায় বলিস্ কি না, “তোমার চরিত্র ভাল নয়—তুমি আর এখানে এস না” তোর এত বড় অহঙ্কার !—আমার নামে গ্রামশুদ্ধ লোক কাঁপে, তা তুই জানিস্—বাই এখন একবার বাড়ীর ভিতর যাই—ব্রাহ্মণ ভোজনের কি, কি, আয়োজন করতে হবে, তার একটা পরামর্শ করিগে কিন্তু এতে মেরে খাওয়ান নাই, মজাই নাই ।

(প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কানীপুর—ভাগীরথী-তীর ।

(দিননাথ একাকী আসীন ।)

দিন । আঃ, ওগু ছদ্মের ভাবনা কি ভয়ানক !
 (ইতস্ততঃ অবলোকন পূর্বক) গভীর রজনী, ধরনী
 নিভৃতা, বায়ু নিশ্চল, তরুরাজি নিশ্চল, জীব বাবস্তু
 নিশ্চল, প্রকৃতি নিদ্রিতা ; জগতে জাগরিত কেবল
 আমি—গভীর জনহীন গগণে জাগরিত কেবল সুদীন
 চন্দ্রমা ; কিন্তু জাগ্রত আমি কেন ? রোগ ! বিষম
 রোগ ! চিত্তব্যাহি উঃ কি যন্ত্রনা ! আধির কি ঔষধি
 নাই ? (গাত্ৰোখান পূর্বক ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করতঃ)
 মন আকুল হইল, কিছুই ভাল লাগিল না ; শব্দায়
 গেলাম নিদ্রা হইলনা ; উঠিলাম, গৃহের বাহির হইলাম,
 পথে আসিলাম, তবু মন আকুল, এখানে এমন পরম
 রমণীয় স্থানে আসিয়া বসিলাম তবু মন আকুল । আঃ
 আমার কেন এমন হইল ? কমল কোথা আর আমি
 কোথায়—যারে পাবার নয়, তার তরে কেন, তবু মন
 আকুল ? (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) আঁঃ মন
 আমার এমন করে কেন ? আমি কি পাগল হব ? আমি
 পাগল হব ? আঃ (করজোড় করিয়া) পিতঃ ! দয়াময় !
 জগদীশ ! দীনের ছদ্মে শান্তিদান কর । আমি
 পাগল হলেম, আমি পাগল হলেম ! উঃ অসহ্য, আর

ভাবিতে পারি না । (ক্ষতবেগে নস্যভিক্ষুধে গমন করিয়া) পাগল আমি কেন হব ? অ্যা, পাগল আমি কেন হব ? না রে, কখনই হব না ! ঐ যে কমল ! ঐ যে কমল ! আহা ! আহা ! আমার সোণার কমল ভেসে যায়, ভেসে যায়, আমি ধব্ব, আমি ধব্ব ।

(তারানাতের ক্ষতবেগে প্রবেশ ও দিননাথের হস্তধারণ পূর্বক আকর্ষণ ।)

তার। কি কর, এদিকে এস !

দিন। (তারঘরে) গীত । *

ঐ যে আমার সোণার কমল, স্রোতে, ভেসে যায়—

প্রাণ কীদে যার লাগি, মন যারে চায় ।

মানস মরসে মম,

যে কুমুম নিকপম,

আলো করে হিল সব, কে তুলিল তার ?

তার। তুমি করছকি বলদেখি ?

দিন। অ্যা কি ?

তার। (স্বগত) তাইত যথার্থই উদ্ভাদ হল নাকি ?

(প্রকাশ্যে) এখন যাই এস ?

দিন। কোথা যাব ?

তার। কেন, দ্বিজগ্রামে ।

* রাগিণী ভৈরবী তাল পোস্তা ।

দিন। সেখানে কমল আছে, অ্যা? না আমি
বাবনা। (তারদ্বারে) তারানাথ! তারানাথ!

ভারা। কেন?

দিন। উঃ, তারানাথ! আমি কি পাগল হয়েছি,
অ্যা?

ভারা। না না, তুমি পাগল হবে কেন? এখন চল।

দিন। না, আমি বাবনা, বাবনারে, ওরে বাবারে।

ভারা। কি হয়েছে? অমন করছ কেন?

দিন। না, আমি বাই, আমি বাই, ঐ কর্তা আস-
ছে? ছেড়ে দেও।

(ক্রতবেগে প্রস্থান।)

ভারা। কি পরিতাপ! দেখতে পাচ্ছি যথার্থই
পাগল হল, বাই আবার কোথা গেল দেখিগে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয়াঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।

জয়রামের অন্তঃপুর।

(তৈমবতী ও কুমুদিনীর প্রবেশ।)

কুমু। কৈ জেঠাইয়া, কমল ত সেখানে বারনি।

তৈম। ওমা! কি বলিস্ গো! আমার কি সর্ব-
নাশ হল, যা—গো!

কুমু। কি কর জেঠাইমা, চুপ্ করনা। চারিদিকে শত্রু, কেউ আবার শুন্তে পাবে ? কমলত তেমন যেয়ে নয়, যে কখন ও খিড়কির ঘাটে একলা যেতে পারেনা, সেকি পা তুলে পথে বেরতে পারে ? বোধ হয় মনে মনে কি রাগ হয়েছে, তাই কোথার লুকিয়ে বসে আছে ।

হৈম। ওমা ! তাই হোক মা তোর মুখে জুল চন্দন পড়ুক। হ্যাঁমা কুমুদ, কমল আমার, তোর কাছে কখন কিছু বলেছিল ?

কুমু। কৈ, না বাবু ! আমার কাছে কখন কোন কথা ডাকেনি ।

হৈম। তবু তুই আর, কিছু বুঝতে পারিসনে মা, তোরা সব সম-বয়সী, তাই বলছি ।

কুমু। আমিও বলি জেঠাই মা, দিনুর সঙ্গে তার বে নাও, দিনু কল্কেতায় গিয়ে অবধি কমল কেমন এক রকম হয়েছে ।

হৈম। হ্যাঁ মা, তবে কি কমল আমার, কল্কেতায় গেল ?

কুমু। না না, তাকি পারে ?

হৈম। ওমা ! সেইটিই যে আমার মনে গাইছে গো ।

(চিন্তার প্রবেশ ।)

চিন্তা। কৰ্ত্তা আসছেন, তাঁকে ডেকে এনেছি ;

অঁ্যা, একি কলির বর্ম্ম পা, যার বাস, তারই বুক
বাঁশ । একটা ঘর যজ্ঞান, একি মানুষের কাজ ? কি
বুকের পাটা মা, বেটাকে পাই ত বেঁটা পেটা করে
গায়ের ঝাল মেটাই । মাঠাকুরণ, এ আর কেউ নয়,
সেই দিনে ।

হৈম । তা সে যিনিই হোন, আমি যদি বামণের
মেয়ে হই —এই তেরাজির মধ্যে তার সর্সনাশ, হবেই,
হবেই, হবেই ।

(জয়রামের প্রবেশ ।

জয় । হয়েছে কি ? অঁ্যা হয়েছে কি ?

হৈম । ওগো, আমার বে বুক কেটে বারগো,
আমার কমলকে এনে দাওগো ।

জয় । কি ? কমল বাড়ীতে নাই, কমল নাই ?
অঁ্যা ? আমার কুল গেল, মান গেল, সব গেল !
(কপালে করাঘাত করতঃ) হাঃ অদৃষ্ট ! হাঃ অদৃষ্ট !
হাঃ অদৃষ্ট !

হৈম । কি হবে মা, আমি কোথা বাব মা, আমার
কি সর্সনাশ হল, ওমা কমল, তোর মনে এই ছিল,
মাগো ! (রোদন ।)

জয় । (দাঁত কিড়মিড় করিয়া) ঠাঁঃ, আর ডাকিনীর
মত চীৎকার করতে হবেনা, এখন চুপ্ কর, আমার
মাথাটি খেলত, আমি আজ গলার দড়ি দে মহব ;

আমার কুল গেল, মান গেল, এ কলঙ্ক আমার কখনই
সহ্য হবে না ।

কুমু । জেঠা মশাই, অমন করলে কি হবে, একটু
স্থির হোন । চুপি চুপি একবার কল্কেতার বান, বোধ
হয়, তবে দিনুর কাছেই সে আছে, তাকে বুঝিয়ে
সুঝিয়ে নিয়ে আসুনগে ।

হৈম । ওমা কমল ! আমার ছেড়ে কি করে গেলি
মাগে । (রোদন)

জয় । মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে,
এখন কাঁদতে বসেছেন, আঃ মরনা, চুপ কর । দেখ
চিন্তে, তুই এসব কথা কারও কাছে বলিস্নি, যদি কেউ
জিজ্ঞাসা করে, কমল কোথা, বলিস্ন মামার বাড়ী
গেছে, বুকুলিত ?

চিন্তা । আমি কি আর নির্দোষ গা ? ঘরের ভাল
মন্দ কথা কি পরের কাছে বলতে আছে ? এখন
পথ হতে এলেন, পারে হাতে জল দেনুসে ।

(ক্রতবেগে নিমাইয়ের প্রবেশ ।)

নিমা । বাবা ! বাবা ! আমার বড় ভয় করছে
(জরুরামের হস্ত ধারণ ও কম্পন ।)

জয় । কেনরে, ভয়কি ?

নিমা । আমি, সেই জলার ধারের গাছ থেকে,
আমড়া পাড়তে গিয়েছিলেম ।

জয় । হ্যা, তা কি হয়েছে ?

নিমা । সেখানে, সেখানে, সেই ডোবার কাছে
যা গো !

জয় । কি বলনা ?

নিমা । একটা কাটা যুগু নিয়ে এক পাল কুকুরে
টানা টানি করছে, আর সেখানটার অমনি রক্তে রক্তে
টেউ খেলাচ্ছে, বাবারে !

জয় । অ্যা সে কি বল ?

হৈম । সত্যি নাকি ?

নিমা । মাইরি বলছি না, তুই বরঞ্চ দেখবি চল ।

কুমু । সেটা কার মাথা রে চেনা যার ?

নিমা । কার মাথা তা আমি কি জানি, বা ।

হৈম । ওমা কি সর্বনেশে কথা ! ওগো আমার
কি সর্বনাশ হল, যাগো !

জয় । আরে চুপ করনা ।

কুমু । জেঠাইমা কান কেনগা ? আগে দেখে
আসিগে চল ।

(সকলের প্রস্থান ।)

দ্বিতীয়ঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য ।

জয়রামের বহির্বাটা ।

(গোপীনাথ ও অর্জুনের প্রবেশ ।)

অর্জু । বাড়ীতে কে আছে গা ?

নেপাথ্যে । কে গা ?

গোপী । জয়রাম বাঁড়ুয়ার এই বাড়ী ?

(চিন্তার প্রবেশ ।)

চিন্তা কেনে গা ?

অর্জু । আরে মাগি, এই বাড়ী কিনা বলুন ?

চিন্তা । আমরা মিন্সে যেন খেতে এল ।

গোপী । না বাছা, তুমি বল, এই বাড়ী কি জয়বাবুর ?

চিন্তা । হ্যাঁ, কেনে গা ?

গোপী । তাঁকে একবার ডেকে দাও দেখি ।

(চিন্তার প্রস্থান ।)

অর্জু । দেখেছেন মশাই, যেখানে কুলীন বামণ, সেখানেই হেঙ্গাম ।

গোপী । তু কুলীন বামণদের অহঙ্কার কত হে, প্রভুরা কথায় কথায় বলেন, আমরা যার বাড়ীতে পানুই, তার পুরী পবির হয় ।

(জয়রাম ও চিন্তার প্রবেশ ।)

জয় । মহাশয় ! আমার রক্ষা করুন, এ বিপদ হতে উদ্ধার করুন ।

গোপী । লাশ কোথা আছে ?

জয় । আমার সঙ্গে আসুন ! (চিন্তার প্রতি) চিন্তে !
তুই এইখানে বস, নিমাই কটিক বাবুকে ডাকতে গেছে, তারা এসে বাসানে আমাদের কাছে নেবাস ।

(চিন্তা বাড়ীত সকলের প্রস্থান ।)

তিস্তা । কি আপদে পড়লেম্‌গা ? এখন ভালয়, ভালয়, কেটে গেলে হয় । ঐ যে কটিক বাবু আসছে ।

(নিমাই ও কটিকচন্দ্রের প্রবেশ ।)

কটি । কেমন নিমাই, সব বলতে পার্‌বিত ? তোকে ধম্‌কাবে, মারতে বাবে, ভয় করিস্নি ।

নিমা । সত্য সত্য মারবেনাত ?

ভটি । আরে, নানা, মারবে কেন ? তোকে বত-
বার কিরিয়ে, ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, তুই সেই কথাই
বল্‌বি, কেমন ?

নিমা । দিন্দা, দিদিকে কেটে ফেলেছে, তা আমি
বল্‌বইত ।

কটি । আমি যা বলেদিলেম, ঠিক সেই কথাগুলি
বল্‌বি, বুঝ্‌লিত ?

নিমা । তা বল্‌বনাত কি ?

কটি । জিজ্ঞাসা না করলে, আগে কোন কথা
বলিস্নে, বুঝ্‌লি ?

নিমা । না ।

তিস্তা । বড়বাবু ! আমারও বেসু করে শিপিরে
পড়িয়ে দাও বাবু, আমার বড় ভয় করছে ।

কটি । যা বলতে হবে তা ত তোকে বলে দিয়েছি,
সাবধান, যেন এল মেল কথা মুখ দিয়ে না বেরোয় ?
ভয় করেছ কি মারা গেছ ।

চিন্তা । যদি বারু আমার মারে ?

কটি । আরে ! তুই সাকী বৈত নয়, তোকৈ মারবে
। কেন ?

নেপথ্যে । (রোদন) ওমা, আমার কেনে কোথা
গেলি, যা আমার গো ।

নিমা । ঐ মা কাঁদছে, আমি করে যাই ।

কটি । নানা, তুই একটু দাঁড়া না ?

চিন্তা । বড় বারু ! কর্তা ছুট মিন্থেকে সঙ্গে করে
বাগানে গেছেন, তোমাকেও সেখানে যেতে বলে
গেছেন ।

নেপথ্যে । (রোদন ওরে আমার কণ্ঠমালা, অরে
কমল আমার বাছা আমার রে ।

নিমা । আমি যাই, আমার বড় মন কেমন করছে ।

কটি । দাঁড়া দাঁড়া ঐ ওরা আসছে ।

(জয়রাম গোপীনাথ ও অর্জুনের প্রবেশ ।)

গোপী । অর্জুন, বাজে লোক সব বার করে দিয়ে,
কপাট বন্ধ করে দাও ।

অর্জু । যাওগো, মশাইরা যাও, এ রাসবাড়ী
লয়, যাও সব করে যাও, এখানে রং তামাসা হবে না
যে সব কাতার দে দাঁড়িয়েছ, যাও সব যাও ।

গোপী । এই যে বড়বারু এসেছেন, প্রণাম হই ।

কটি । আপনি তদারক্ করে আজিই লাম্ জ্বালাই-
বার ছকুম দেখান ।

গোপী । সেটি মহাশয় আমার ক্ষমতায় নাই, এক-
বার সদরে নে যেতে হবে । চিন্তা কার নাম ?

কটি । এইবে এর নাম চিন্তে ।

গোপী । এদিকে এস বাছা ।

অর্জু । অরে মাগী, এইখানে এসে বসনা ।

চিন্তা । দেখ্ মিন্সে, তুই একশ বার, মাগী মাগী
করিস্নি বলছি, আঃমর ।

গোপী । দেখ বাছা, একটি কথা সত্যবই মিথ্যা
বললে তোমার পক্ষে বিভ্রাট ঘটবে । সাবধান হরে
আমার কথার উত্তর দাও । জয়বাবুর কন্যাকে কে হত্যা
করেছে তা তুমি কিছু জান ?

চিন্তা । *মিথ্যে বলব কেন মশাই, সচকে আমি
কিছুই দেখিনি ।

গোপী । কি দেখনি ?

চিন্তা । খুন করতে দেখিনি ।

গোপী । কাকে খুন করতে দেখনি ?

চিন্তা । কমল দিদিকে ?

গোপী । কমল কে ?

চিন্তা । কর্তার মেয়ে, বে কাটা পড়েছে ।

গোপী । তাকে কে কেটেছে ?

চিন্তা । দিনু ।

গোপী । এই যে বল্লে, তুমি কাকেও খুন করতে দেখনি । আবার বল্ছ, দিনু কেটেছে, এ কেমন কথা হল ?

চিন্তা । দিনুকে সবাই সোঁপে করছে ।

কটি । সকলের কথার তোর কাজ্জ কি, ? তুই বা জানিস্ তাই বল্ন্না ।

গোপী । দিনু কে ?

চিন্তা । একটি বায়ুণের ছেলে, কর্তা তাকে খাওয়া পরা দিতেন, সে এই খানেই থাকত ।

গোপী । সে এখন কোথা আছে ?

চিন্তা । তা জানিনা, শুনেছি কল্কেতার আছে ।

গোপী । আচ্ছা দিনু খুন করেছে, তোমার এমন বোধ হয় ?

চিন্তা । সেনাত, আর কে এমন কাজ্জ করবে ?

গোপী । তোমার কিসে বোধ হল, যে দিনুই একাজ্জ করেছে ?

চিন্তা । দিনু, কমল দিদিকে, বে করতে চেয়েছিল ।

গোপী । ভাল, বলে যাও ।

চিন্তা । কমল দিদিও তাকে বে করতে চেয়েছিল ।

গোপী । তার পর !

চিন্তা । তাই কর্তা তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ।

গোপী । কাকে ?

চিন্তা । দিনুকে ।

গোপী । ভাল, তাই বেন হল, কিন্তু সে যে
জয়বাবুর কন্যাকে হত্যা করেছে, তার প্রমাণ কি ?

চিন্তা । কর্তা তাকে বাড়ীতে ঢুকতে নিষেধ করে-
ছিলেন, তবু সেদিন, সন্ধ্যার সময়, সে আবার এসে-
ছিল ।

গোপী । তার আস্‌বার, অন্য কারণও থাকতে
পারে ।

চিন্তা । নাগো, সে কমল দিদির সঙ্গে কথা
কছিল যে ।

গোপী । তুমি তাকে কমলের সঙ্গে কথা কইতে
দেখেছিলে ?

চিন্তা । আমি না দেখেই কি বলছি ?

গোপী । কোথা দেখেছিলে ?

চিন্তা । ছাদের উপর ।

গোপী । আচ্ছা, তোমার তারা দেখতে পেয়েছিল ?

চিন্তা । না, আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম ।

গোপী । কেন ? তোমার সেখানে লুকিয়ে দাঁড়া-
বার কি দরকার ছিল ?

চিন্তা । মনে করলেম, এই দিনুকে বাড়ী থেকে
অপমান করে তাড়িয়ে দিলে, আবার সে কমলের সঙ্গে
কি কথা কর, সব শুনে যাই ।

গোপী । তুমি কি শুনলে ? তারা কি কথা কছিল ?
চিন্তা । তা বারু, মিথ্যা বলব কেন, সকল কথা
আমি শুনতে পাইনি ।

গোপী । তুমি যা শুনেছ, তাই বল, ।

চিন্তা । প্রথমে কমল দিদি অনেক কাঁদা কাটা
করতে লাগলেন, দিনু তাকে অনেক বুঝলে, তার
পর, কমল দিদি বললে না, আমি তোমার ছেড়ে
কখনই থাকতে পারব না । দিনু কি বললে, তা
সব আমি শুনতে পেলেম না, কেবল এই কথাটি
আমার কাণে লাগল “আর কারো ঘর তোমার
করতে হবে না, তোমার ভর নাই, তুমি এখন নীচে
যাও, আর যা বল্লম বেন মনে থাকে ” এই কথার
পরই কমল দিদি সিঁড়ির দিকে আসতে লাগল । আমি
অমনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেম । এইত বারু,
আমি যা দেখেছি আর শুনেছি, সব বললেম । এর
মধ্যে যদি একটি কথা মিথ্যা বলে থাকি, এখনই বেন
আমার মাথার বজ্রাঘাত হয় ।

গোপী । জয় বারু দিনুকে তাড়িয়ে দিয়াছিলেন,
সে কত দিন হবে ?

চিন্তা । পরশু দিন ।

গোপী । তুমি তার পর, দিনুকে আর এ বাড়ীতে
দেখেছিলে ?

চিন্তা । কেবল সেই দিন সন্ধ্যার সময় ।

গোপী । জ্বর বাবুর কন্যা কাটা গড়েছে কবে ?

চিন্তা । আজ সকাল বেলা, গোলমাল হল ।

গোপী । কাল রাতে এর কন্যা বাড়ীতে ছিল ?

চিন্তা । ছিল ।

গোপী । সে কি একলা এক ঘরে শুত, না আর কেউ তার কাছে থাকত ?

চিন্তা । তিনি, আর এই তাঁর ছোট ভাইটি এক ঘরে শুত ।

গোপী । আচ্ছা তুমি এখন ঐ খানে গে বস—
(নিমাইয়ের প্রতি) এ দিকে এস । তোমার নাম কি বাবু ?

নিমা । আমার নাম নিমাই ।

গোপী । তোমার বাপের নাম কি ?

নিমা । শ্রীজরায় মুখোপাধ্যায় ।

গোপী । কাল রাতে তোমার দিদি তোমার কাছে শুয়েছিল ?

নিমা । হ্যাঁ শুয়েছিল বৈ কি ।

গোপী । সমস্ত রাত তোমার কাছে ছিল ?

নিমা । তা জানিনি, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ।

গোপী । সকাল বেলা তোমার দিদিকে দেখতে পেয়েছিলে ?

নিমা । না ।

গোপী । আচ্ছা, খানিক রাতে তোমার দিদি বিহানা থেকে উঠেছিল ?

নিমা । তা আমি কিছু টের পাইনি ।

কটি । (গোপী নাথের প্রতি) মহাশয় দিনু কে সে দিন সন্ধ্যারে সময় এসেছিল, তা নিমাইও দেখেছে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন না ।

গোপী । কেমন হে, পরশু সন্ধ্যা বেলা দিনুকে তোমার দিদির সঙ্গে কথা কইতে দেখেছিলে ?

নিমা । হ্যাঁ দেখেছিলাম বৈ কি ।

গোপী । আচ্ছা দিনু কে বল দেখি ?

নিমা । দিন্দা গো, সে আমাদের বাড়ীতে থাকত ।

গোপী । দেখে দেখি এখানি কি ?

নিমা । ছোরা ।

গোপী । কার ? তুমি বলতে পার ?

নিমা । দেখি (হস্তে লইয়া) এ যে দিন্দার, ও মাগো (ছোরা ভূমে নিক্ষেপ ।)

কটি । কেনরে নিমাই, কি হয়েছে ?

নিমা । আমি বাড়ী যাই ।

কটি । কেন ?

গোপী । তুমি যে ছোরা খানা অমন করে, কেনে

দিলে, কেন বল দেখি, এ বড় অন্যায় (কৃত্রিম কোপ প্রকাশ)

নিমা । ওতে যে রক্ত লেগে রয়েছে ।

গোপী । তা কি হয়েছে ; তুমি কেলে দিলে কেন ?

নিমা । বা, দিদিকে ওতে কেটেছে, এ ছোরা বুঝি আমি হাতে করব ?

গোপী । এ ছোরা দিনুর তুমি জানি ?

নিমা । ঈশা জানি, আমি এখন ঘরে বাই ।

গোপী । দাঁড়াওনা, বলি শুন, এ ছোরা দিনুর তুমি কেমন করে জানলে ?

নিমা । দিন্দা কলকৈতায় গেলে, আমি চুপি চুপি এ ছোরাখানা বার করে নিয়ে, ঘুঁড়ির কাশ্ চুলডেম ।

গোপী । যখন সে কলকৈতায় যেত, তখন এ ছোরাখানা কোথা রেখে যেত ?

নিমা । তার ঘরে একটা ডাক্ টিনের পোতা আছে, তারই তিতর কাগজ চাপা দে রেখে যেত ।

অর্জুন । ঠিক হয়েছে মহাশয় !

গোপী । (অর্জুনের প্রতি) তুই কোথা থেকে বার করলি ?

অর্জুন । এ পেঁড়াতেই ছিল বটে ।

গোপী । (নিমাইয়ের প্রতি) আচ্ছা তুমি তবে এখন ঘরে যাও ।

(নিমাইয়ের প্রস্থান ।)

জয় । আপনার কি অনুমান হয়, দিনেই এ কাজ করেছে বোধ হয়না ?

গোপী । আজ্ঞা, তা এখন কেমন করে বলব ।
দিনুর বক্তব্য না শুন্লে, কিছু বলতে পারছি না ।

জয় । এখন শব্দ দাখ করা যেতে পারে কি না ?

গোপী । নাহি আর কি করবেন বলুন—কেবল মাগাটি পাওয়া গেছে বৈতনর, তা আবার কার মাথা, তার ঠিক নাই—মাক্ চোক্ নাই, চেন্‌বার কোন উপায়ই নাই ।

জয় । কমলকে এখন পাওয়া যাচ্ছেনা, আর এই কাটাছুও, রক্ত মাখান ছোরা, এই সকল কাণ্ড কারখানা দেখা যাচ্ছে, তখন কমলকে বে হত্যা করেছ, তাতে আর সন্দেহ কি ?

গোপী । আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, দিনুর, কমলকে হত্যা করবার, উদ্দেশ্য, কি হতে পারে ?

ফটিক । কেন মহাশয় ? হতাশ হলে মানুষ কি না করতে পারে ?

গোপী । কেটে ফেলেছে এটাই কেন আপনারা অনুমান করছেন ? তাকে স্থানান্তর করতেও তা পারে ?

জর । যদি এই দু'টি পাওয়া না যেত, তবে তাই-
মনে কর্তেম ।

গোপী । আমি এখন নিশ্চয় কিছু বলতে পারিনা,
এখন আসুন আর একবার সেই বাগানে যেতে হবে ।

(সকলের প্রস্থান ।)

দ্বিতীয়ঙ্ক সমাপ্ত ।

তৃতীয়ঙ্ক প্রথম দৃশ্য ।

ভৈরবপুর কালীবাড়ী ।

(এক প্রশস্ত ঘুহে কমলিনী একাকিনী আসীনা ।)

কমল গীত ।

রাগিনী—ভৈরবী, তাল—মধ্যমান ।

কেনবা-অদৃষ্টে দোষি, কি দোষ বাতীর ।

মর্য্য দহে কর্মদোষে, শুধু আপনার ।

কুলে জলাঞ্জলি দিবে,

মাবাপেরে কান্দাইরে,

পাপবৃক্ষ উঠেছি এ বিষকল তার ।

(মনোরমার প্রবেশ ।)

মনো । আহা ! তোমার ঘুহে আজ গান বেরি-
য়েছে তবু ভাল । তোমার গলাচ্চিত্র বেশ ।

কম । ও গো ।

কেনে উঠে প্রাণ মদ্য গান করি তাই ।

এনহে সুখের রাগ খেদ গীত গাই ॥

মনো । আহা ! প্রাণ কানবেনা ? কোথা রইল মা, কোথা রইল বাপু, কোথা রইল ভাই, কাকেও দেখতে পাওনা, তাতে আবার এই ভাদুরে রদুর বাঁ কা করছে, আর এই প্রকাণ্ড পুরী জনপ্রাণী নাই, এখানে একলাটি রয়েছ, মন কেমন করবেইত ।

* কম । মা, আমার মনের ডিওর যে কি হচ্ছে, আমি যে কি বস্তুগায় আছি, তা কেবল আমিই জানি ।

মনো । আচ্ছা বাছা, তোমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এমন কর্তব্য করলে কেন বল দেখি ? একটু বিবেচনা করলে না ? দাসীর কথা বিশ্বাস করে একেবারে এসে পালকিতে উঠলে ?

কম । চিন্তে আমাদের বাড়ীতে আজ দশ বছর আছে, সে যে এমন করে আমার মজাবে, তা আমি কেমন করে জানব, ? আমার বললে “দিনু তোমার ডাকছে, খিড়কিতে দাঁড়িয়ে আছে” আমি নাম শুনেই পাগল হলেম্, একেবারে পথে এসে দাড়ালাম । কাহারও বললে, “তিনি তকাত্তে আছেন, গাঁ ছাড়িয়ে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে” তাদের কথা আমি সত্যই মনে

চক্ষু মিলে চারদণ্ড চেয়ে থাকতে হত, আহা ! দিবানিশি কেঁদে কেঁদে, সেই দুখ একেবারে কাজল লতা হয়ে গেছে ।

কম । মা, তোমাদের বাড়ীতে আমার নে চল, আমি সেখানে নিশ্চিন্ত হয়ে খানিক ঘুগুই গে, আমার বড় যুমপাচ্ছে, আজ তিন রাত্ আমি একবার চক্ষু বুজিনি ।

মনো । কেন মা, যুম হয়নি কেন ? অসুখ হয়নি ?

কম । আমার ছাখের কথা কেন জিজ্ঞাসা কর ? আমার বস্তুগার শেষ নাই মা ।

মনো । তবু কি হয়েছে বলনা ?

কম । রাত্রিকালে, সেই দাসী মাগী, একটা বুড়ীকে, সঙ্গে করে আনে, যা গো ! তার মূর্তি দেখলেই আমার আত্মা পুরুষ শুকিয়ে যায় ।

মনো । একটা বুড়ীকে সঙ্গে করে আনো ? আহা ! সে দেখতে কেমন বল দেখি ?

কম । ওমা ! সে মূর্তি মনে হলে, আমার প্রাণে আর কিছু থাকে না, আমার বড় ভয় করে ।

মনো । এখন দিনের বেলা, আমি কাছে রহি, ভয় কি মা, বল না ?

কম । তার হাতপা গুল, লোহার মলার মত, মুখে একটু মাংশ নাই, চক্ষু দুট কোটরে ঢুকে গেছে, যা গো ! সেই চোকে আবার, এক একবার, কট্ মট্ করে আমার পানে চায় ।

মনো । বুড়ী কি ঢেঙ্গা না বেঁটে ?

কম । ঢেঙ্গা বলে ঢেঙ্গা, তেমন ঢেঙ্গা মানুষ, কেউ কখন দেখেনি, যা আবার তার মাথার চুখানা জটা আছে।

মনো । বুঝেছি, আর কেউ নয়, সে চাঁড়াল চাঁদী, তা, সে তোমার কি বলে, যা ?

কম । যা সে যা বলে, সমস্ত রাজি আমার নিরে বেঁকাও করে, তা আমি বলতে পারব না, সে বুড়ী নয় যা, সে রাক্ষসী—সেই আমার খাবে। যা গো, এখানে আমার আর কেউ নাই, তুমি আমার যা, আমার তুমি বাঁচাও। তোমার দুটি পারে পড়ি (চরণ ধারণ)।

মনো । উঠ যা উঠ, আর কেঁদে, অনেকটা বেলা হয়েচে, এখন চাভিঁ খাবে চল।

কম । যা আমার কুখা তুখা আর নাই, তরে২, ভেবে২, আমার পেট ফুলে উঠেছে।

মনো । অ্যা, বড় মানুষদের কি দয়া ধর্ম নাই, আদৌরহিলেই হল, একটা পরের বেয়েকে ধরে এনে কি এমনি করে পীড়ন করতে হয় ? সতীর সতীত্ব নষ্ট করায়, কি আঘোদ, কি সুখ, কি পৌরব আছে ? এস যা এস, যা হয় এক মুঠ খেয়ে আমাদের বাড়ীতে খানিক সুমবে চল। উঠে এস, আর কেঁদনা।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তারা । আজ্ঞা হাঁ, দিনু আরাম না হলে, আর কিছু হচ্ছেনা ।

বেচা । তবে কি দিনুর উদ্দাদ সাব্যস্ত হল ?

তারা । আজ্ঞে ! সে যথার্থ পাণ্ডল হয়েছে, তা সপ্রমাণ কেবনা কেন ?

বেচা । দিনু এখন রৈল কোথা ?

তারা । আমি জামিন হয়ে, তাকে, আমাদের বাড়ীতে এনে রেখেছি ।

বেচা । তবে সে এখন কাশীপুরেই আছে ?

তারা । আজ্ঞা হাঁ ।

বেচা । তা বেস হয়েছে, কিন্তু মুগুব্যা মহাশয় ত তোমার উপর রাগ করতে পারেন ?

তারা । রাগ করেন, নাচার, আমার কর্তব্য আমি অবশ্যই করব । দিনু আমার পরম বন্ধু, আর আমি নিশ্চয় জানি, সে নিরপরাধী, তার অসময়ে সাহায্য করা, আমার অবশ্য কর্তব্য, এতে আমারও যদি বিপদে পড়তে হয়, তাও স্বীকার ।

বেচা । মনুষ্যের কর্তব্যইত এই, পরোপকার ও কর্তব্য সাধনে প্রাণ-পণ করাই সংসারের সারধর্ম । ভূমি যে এখনকার বাবুদের ন্যায় কেবল কথার ভট্‌চাষ নও, তা তোমার এই সাধু ব্যবহারে বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে ।

তোমার শত শত ধন্যবাদ দি, আর আশীর্বাদ করি
তুমি চিরজীবী হও ।

তার। আপনকার আশীর্বাদ আমার শিরো-
ধার্যা, এখন বে জন্ম এসেছিলাম বলি ।

বেচা। কি বল দেখি ?

তার। আপনি বলেছিলেন, কমলের অনুসন্ধান
করবেন, সে বিষয়ের কি হল ?

বেচা। হী তার উদ্দেশ্য পাওয়া গেছে ।

তার। কোথা আছে ?

বেচা। পাজি, টৈরবপুরে কালীবাড়ীতে তাকে
রেখেছে, আর সেও সম্প্রতি সেখানে গেছে ।

তার। বটে ? আচ্ছা আপনি যদি নিশ্চয় জানেন—
কমলকে কালীবাড়ীতে রাখা হয়েছে, আমরা না হয়
ধানার জানাই না কেন ? কি বলেন ?

বেচা। না না, তা করা হবেনা ।

তার। কেন ?

বেচা। কটিক যাতে বিপদগ্রস্ত হয়, তা আমি
প্রাণ থাকতে করতে পারব না ।

তার। কমলকে উদ্ধার করাওত চাই ?

বেচা। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার ? আমি
বলি কি, জন দুই পাক্ সঙ্গে লয়ে, তোমাতে আমাতে
সেখানে বাই চল ।

ভারা । তা হলে কি হবে বলুন ? কটিক সেখানে আছে, তার লোক জন আছে—কমলকেত আর কেড়ে আনতে পারবেন না ।

বেচা । তুমি যেতে পারবে কি না বল ?

ভারা । তা পারব না কেন ? কিন্তু আমাদের বাওয়ার কল কি হবে ? কেবল একটা বিবাদ উপস্থিত হবে বৈত নয় ?

বেচা । তুমি সে ভয় করছ কেন ? আমি যখন যাচ্ছি, তখন বিবাদের সম্ভাবনা কি ? এখন তুমি কবে যেতে পারবে, তা বল ?

ভারা । আমি প্রস্তুত আছি, আপনি যে দিন বলবেন ।

বেচা । আমি বলি, আর বিলম্বে কাজ নাই, পরশ্ব দিন যাই চল ।

ভারা । যে আজ্ঞা, আমরা আজ কাশীপুরে লাচ্ছি, আপনি সেইখানেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন ।

বেচা । আজ্ঞা তবে এই কথা রইল । দেখ, এসকল কথা এখন সুধুব্যা মহাশয়কে কিছু বলে কাজ নাই ।

ভারা । আজ্ঞা না, তাঁকে এখন বলবার প্রয়োজন কি ? অনুমতি হয়ত এক্ষণে আসি । (গাত্ৰোত্থান ।)

বেচা । (গাত্রোখান পূর্বক) চল, একটা কথা
জিজ্ঞাসা করি, দিনুর চিকিৎসা হচ্ছেত ?

ভরা ! আজ্ঞা সে বিষয়ে উপেক্ষা করতে পারি ?

বেচা । দেখুচ্ছে কে ?

ভরা । আমাদেরই ওখানকার, হরপ্রসাদ সেন ।

বেচা । বেশ হয়েছে, হরপ্রসাদ সেন, একজন
প্রসিদ্ধ কবিরাজ বটে ।

ভরা । তবে আসি (নমস্কার ।)

(প্রস্থান ।)

বেচা । এখন যাওয়া বাক্ বেলটাও হয়েছে, ঐ
মুখুয়া মহাশয় আসছেন না ? আহা ! তাকণ একে-
বারে শুকিয়ে গেছেন ।

(জয়রাবের প্রবেশ ।)

আসতে আজ্ঞা হয়, নমস্কার ।

জয় ! নমস্কার ! কটিক বাবু কোথা ?

বেচা । আজ্ঞা সেত এখন এখানে নাই, কি নির্মিত্ত
আসা হয়েছিল ?

জয় । আপনাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করব
বলে এসেছিলাম, তবে কটিক এখানে নাই বটে ?

বেচা । আজ্ঞা, না, সে মহলে গেছে । তা, বিবরটা
কি বলুন, না ?

জয় । চাটুখ্যা মহাশয়, আমার যদি আজ্ হৃত্য হয় ও আমি কাল চাই না । আমার যে সর্জনশ হয়ে গেল, বোধ হয়, যানুয়ের এমন হয় না । মেয়ে গেল, মান গেল, সম্রথ গেল, বাকি আর কিছুই রইল না । আমার এই বুদ্ধাবস্থার একটা ব্রহ্মহত্যাও বা করতে হয় ।

বেচা । কেন ?

জয় । তা বৈকি, দিনুকে ত কাসি দেবে ?——
তাকে এখন নিকৃতি দেবার আর কি কোন উপায় নাই ?

বেচা । সে যখন পাগল হয়েছে, তখন তার উপায়ত আপনা হতেই হয়েছে ।

জয় । সেকি বধার্থ পাগল হয়েছে, আপনার অনুমান হয় ?

বেচা । তা নিশ্চয় ! পাগল না হলে কি সে কম-
লকে হত্যা করতে পারে ?

জয় । হাঁ, আমার ও তাই বোধ হয়, কিন্তু সে আরাম হলে আবারত বিচার হবে ?

বেচা । সে ত আগে আরাম হোক, তারপর পুনর্বার যখন বিচার হবে, তখন তার উপায় করা যাবে । এখন আপনি আর কোন চিন্তা করবেন না । হাঁ, ভাল কথা, চিন্তা নাকি পালিয়েছে ?

জয় । না, পালাবে কেন ; সে ছুটি নিয়ে দেশে গেছে ।

বেচা । তাকে এখন হাত ছাড়া করাটা ভাল হয় নাই ।

জয় । না, তার জন্য কোন চিন্তা নাই, ডেকে পাঠালেই সে আবার আসবে ।

বেচা । তবে তাকে শীত্রই আনাবেন । তার সাক্ষ্যের উপরই সব নির্ভর করছে । দিনুর মরণ বাঁচন তারই হাতে ।

জয় । হাঁ, সে শীত্রই আসবে ।

বেচা । তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন । আপনার যদি দিনুকে বাঁচাবার নিতান্ত ইচ্ছা হয়ে থাকে, তার জোগাড় করা যাবে ।

জয় । আজ্ঞা হাঁ, ব্রহ্মহত্যাটা বাতে না হয়, সেই-টিই আপনাদের করতে হবে । বেলা হয়েছে ।

বেচা । আজ্ঞা হাঁ, চলুন বাওয়া যাক্, ওরে কে আছিন্, ঘর খোলা রইল দেখিস্ ?

নেপথ্যে—হে আজ্ঞা ।

(সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয়াঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য ।

কালী-বাড়ী বহিঃপ্রকোষ্ঠ ।

(কটিক একাকী আসীন ।)

কটি । বে জারগার এনে কেলি গেছে, মাত বৎসর
 ধরে যদি খোঁজে, কার সাধ্য বর করতে পারে ? তৈরব-
 পুর আমার জমিদারী, আমারই এ কালীবাড়ী—চারি-
 নিগে জলা ধু ধু করছে, মাঝখানে এই গাঁ খানি ।
 এ গ্রামে ভদ্র লোকের বসতি নাই—কেবল এক ঘর
 ব্রাহ্মণ আছে, তারাও আবার এই তৈরবেশ্বরীর
 পূজারী আমারই অমুগত, তাদের দ্বারা কোনই অনিষ্ট
 হবার সম্ভাবনা নাই । অন্যান্য প্রজা, সকলেই
 ছোট লোক—খেটে খুটে খায়, পাড়ে থাকে, পরচর্চার
 অবসর তাদের নাই—আর দু চারি জন যদিও জানতে
 পারে, কমল এখানে আছে, সাধ্য কি, তারা সে কথা
 প্রকাশ করে ? ভজা !

নেপথ্যে—আজ্ঞা বাই ।

(ভজার প্রবেশ ।)

কটি । চাঁড়াল বুড়ীকে ডাকলি ?

ভজা । আজ্ঞা হাঁ ডাকা হয়েছে ।

কটি । আজ্ঞা, তুই এখন এখানে বসে গে বা ।

ভজা । যেজ্ঞা (কিকিৎ দূরে বাইরা উপবেশন ।)

কটি । (স্বগত) কিন্তু একটা অবলা স্ত্রীলোককে কষ্ট দেওয়া কি ভাল হচ্ছে ? তা কষ্টইবা কি দিচ্ছি ? পরিষ্কার দোতলার ঘরে রেখেছি, সেবার জন্য একজন দাসী নিযুক্ত করে দিয়েছি, পূজারীর ত্র্যম্বকী দুবেলা পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত রেনে দিচ্ছে, কোন কাজ করতে হয় না—কষ্টটা কি ? তবে সে সর্বদা কান্দে কেন ? দিনের তরে কান্দে—আরে ! দিনের তরে কঁদুলে আমার দয়া হবে কেন ? কেন, আমার করতে কি দিনের চেহারা ভাল ? সে না হয় লেখা পড়াই আমার অপেক্ষা একটু বেশী জানে, রসিকতার সে ত আর আমার সমান নয় । আমি এই বয়সে অনেক স্ত্রী-লোক দেখেছি, কিন্তু এমন বজ্রাৎ, বরাখুরে এক গুঁরে ঘেয়ে মানুষ কখন দেখিনি—একবার যদি দুখ খোলাতে পারি, তা হলে বশ করতে পারি কি না দেখি ? সেটা যে পারছি না—আমার দেখলেই থব্ থব্ করে কাঁপে আর বুকে, মুখে দশ পুক কাপড় জড়িয়ে কোন্ কোন্ করে কান্দে, এক এক সময় এমন রাগ ধরে যে ইচ্ছা করে, তিন লাখি ঘেরে সেইখানে নিক্ষেপ করে রেখে আসি ।

(চাঁড়াল চাঁদীর প্রবেশ ।)

চাঁদী । হ্যাঁদে, তুই মোকে ডাকছালি ?

কটি ! ইঁা, কৈ বুড়ি, তুই কি কহলি ?

ভজা । (জনান্তিকে) উঁহু বড় বারু ! ওকে অমন করে, তুই তোকாரী কোরনা ।

চাঁদী । অঁ্যা কি বল্‌চুস্‌, শুন্‌তে নাইলাম্‌, ভাগর করে বল্‌ ।

কটি । বলি, এখন ও বে কিছু হলনা ?

চাঁদী । হ্যা, হ্যা, সবুরে হ্যা (হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া) গোসাঞি ! গোসাঞি !

কটি । (স্বগত) দেখতে পাচ্ছি, বেটার সমস্তই ডাওয়া, কেবল কাঁকি দিয়ে আমার কটা টাকা খেলে, যখন আজ দশ দিনে কিছু করতে পারলে না, তখন ডাইনীর ছিটে কোঁটা, তন্তু, মন্তু, মর্সেব মিথ্যা । (প্রকাশ্যে) হবে আর কবে ? তোর তুচ্ছ তাকে কিছু হল না তবে ?

চাঁদী । কি বল্‌চুস্‌ ? হলনি, হলনি ? হাঃ হাঃ হাঃ
(বিকট হাস্য ।)

ভজা । কি সর্বনাশ ! দুর্গা ! দুর্গা ! দুর্গা !

কটি । কি বুড়ি, তাকে ভুতে পেলে নাকি ? অমন করে হাস্‌ছিষ্‌ কেন ?

ভজা । বড় বারু, কর কি ?

চাঁদী । হাস্‌ব কেনেরে বাপ্‌ধন, হাস্‌ল্যাম্‌ আবার কখন ? (পুনর্বার হাস্য ।)

কটি । বুড়ি, তুই ভীমরথি হয়েছিষ্‌ নাকি ?

ডজা । তোমার পায়ে পড়ি বড় বাবু, চুপ্ কর, আবার এক করতে আর হবে ?

টানী । কি, মুই বুড়ী ? কোন্ মোড়াখাকীর পুত্-
মোরে বুড়ী বল্যা র্যা ? এ ভোগার একজন, বল্ ক্যা
মোরে বুড়ী বল্যা বল্ ?

কটি । না না, বুড়ি, বুড়ী কেন তুই ছুঁ ডী ।

টানী । তবে র্যা আঁটবুড়ীর পুত্ মুই বুড়ী ?
তুই মোক্যা বুড়ী বল্যা ডাম্‌সি করছুস্ ? দেখ্ তবে,
টাডাল টানীর ক্যারামংটা এক বার দ্যাখ্ ।

ডজা । বড় বাবু, পেলিয়ে এসগো, পেলিয়ে এস ।

কটি । কেনরে ?

ডজা । ওগো বাবু, আগে পেলিয়ে এস, ঐ দেখ্
বুড়ী বিড়বিড় করে কি মন্ত্ৰ পড়ছে ?

কটি । ও বুড়ী কি বকছিস্ ? রাগ করিস্ কেন ?
মেরেমানুবটিকে বশ করে নেনা, ভোকে একশ টাকা
দেব ।

টানী । সে যে ভোগার মা রে, ও বেটাখাগীর
বেটা ।

পরের মাগু মা,

তাকি জানুস্ না ।

(উৎকট হাস্য এবং বিকটাকার ধারণ)

ভজা । বড় বাবু খেলেনো খেলে, পেলিয়ে এস,
ওগো বাবু, সাপগো সাপ্ ।

কটি (ক্রুদ্ধ হইয়া) কৈরে কৈ ?

ভজা । ঐ যে গো, বুড়ী কোঁচড় থেকে বার
করছে ।

কটি । (তফাতে বাইরা) উঃ তাইত ।

টানী । এবার বুড়ী বলনা ।

যমের বাড়ী চলনা ।

কটি । ভজা ! আস্ বঁটিখানা আন্ত, বেটীর
নাক্ কেটে দি, পাজি নছার বেটি !

টানী । আমি এই চল্লেম্,
যমের হাতে সঁপ্লেম্,
তুই ককস্ বার আশা,
সে ভোগার পরাণ নাশা,
খুড়ি খুড়ি খুড়ি,
মিলে বাবে সকল কথা,
বলে টানি বুড়ী ।

(সক্রোধে প্রস্থান ।)

ভজা । কি আপদ্ ! কি আপদ্ দুর্গা দুর্গা !
দুর্গা ! কি হবে গা বড় বাবু ? আমারত বড় ভয় করছে ।

কটি । হবে আবার কি ? কচু হবে, তুই এখন
বান্ধুন বাড়ী যা, আমার আহাৰ প্রস্তুত হয়েছে কিনা
জেনে আয়, বেলা হয়েছে ।

ডজা । আজ্ঞা যাই । তুমি বারু, অকে অমন করে রাগিয়ে দিলে কেন ?

কটি । ও রাগ করেনি, তোর ভয় নাই, এখন তোকে যা বল্লেম, তা কর । আগে আরসী, চিকণী, তেল, তোরালে, সব দে দেখি ?

ডজা । আজ্ঞা দি ।

(প্রস্থান ।)

কটি । এ বেটা নিশ্চয় টাকা কটা কাকি দিলে । বুড়ী বল্লে যদি যথার্থই ফেপে, তাঁ হলে আপনিই আপনাকে বুড়ী বলবে কেন ? তা নয় ঐ একটা লতা করে মরে পড়ল দেখতে পাচ্ছি । মরনার গুণ গান সকলই মিছে, মনে করেছিল, কখনও ভয় দেখিবে, কখন বা মিষ্টি কথা বলে, কোন রূপে কমলকে লওয়াবে, তা বোধ হয় দেখলে কিছুতেই কিছু হল না । তা বাই হোক, আবার ডাইনীকে এক সময় ডাকাতে হবে, সহজে ছাড়া হবে না ।

(ডজার পুনঃপ্রবেশ ।)

ডজা । এই নাও বড় বারু, আমি তবে চল্লেম ।

কটি । হাঁ তুই যা, চটকরে ফিরে আসিস্ ।

(ডজার প্রস্থান ।)

দেখি একবার, মুখখানা কি রকম হয়ে রয়েছে ? আজ কদিন ত চুলট আঁচড়ানই হয়নি, (আরসী খুলিয়া

ফুল কাড়িয়া গোঁপে তা নিতে দিতে) কমলের কি
 পসন্দ এমন কুস্তিককে মনে বদলনা, অ্যা ! আচ্ছা !
 আমিও নাছোড়বান্দা দেখা থাকুকোথাকার জল কোথায়
 মরে । এখন চিন্তেকে ত সরিয়ে দেওয়া গেছে, দিনে
 বেটাও পাগল হয়েছে, কণ্টকের মধ্যে কেবল জয়রাম
 আছে, তা সেও আর কদিন বাঁচবে ? বামুন যে রকম
 জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়েছে, বোধ হয় আর দু'এক মাসের
 মধ্যেই কাজ নিকেশ হবে । তারপর কমলকে একবার
 বশ করে নিতে পারলেই, আর আমার কে কি করতে
 পারবে ? বাবা, আমি কবের ইতিহাসে পড়েছি, যুবা
 পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের মন হরণ করতে কদিন
 লাগে ? কেমন, সেবাইন সুন্দরীরা আর কিরেখেতে চেয়ে-
 ছিল ? আমি শীত্র না পারি, কিছুদিন বিলম্বেওত কম-
 লকে বশীভূত করতে পারব । হতাশ হব কেন ? ছেলে-
 • বেলা কি একখানা ইংরেজী কেতাবে পড়েছিলাম, তার
 মানেটা এই রকম—“আবার, আবার, আবার চেষ্টা
 কর” আমি তাই করব । ছাড়া হবে না বাবা, বাই
 এখন নাইতে বাই ।

(প্রস্থান ।)

তৃতীয় চতুর্দশ ।

কাশীপুর তারানাথের উদ্যান ।

(দিননাথের প্রবেশ ।)

দিন । রাবণ করিল চুরি শ্রীরামের সীতা,
যবন করিল চুরি বাল্মীকির গীতা ।
তা দিন্ দিন্ দিন্ তা
গীতা ।

ও এবার হুন্স বসে আছে সাগরের পারে,
সে সব করিতে পারে,
দেশের রাজেন্দ্র মানে পরাজয় তারে,
তার বিচার চমৎকার,
ও তাই শুন সমাচার,
চোরকে বলে সাধু সেটা,
ঋষির দকা পারে ।

কি অহঙ্কার ! আমি বিন্যমান থাকিতে ঋষির অব-
মাননা, ভারতের অর্গোরব ! জানেনা যে আমি ভারতের
পিতা ? অ্যা, আমি তবে মহারাজ হুয়ন্তু, এই সেই
কণ্ঠ্যনির তপোবন আছা ! কি শোভা ।

পবন পরশে সরোবর জল ।

উধলি উঠিছে করি চল চল ।

খেলিছে লহরী, নাচিছে কমল—কমল ?

কৈ কমল ? আমার শকুন্তলা কোথা ? এখন বাই,
আর এ প্রিয়ার্থন্য লতা যত্নে অবস্থানে কল কি ?

এঁরা দুজন এদিকে কে আসছেন ? বোধ হয় বন-দেবতা ।

(কিকিদুরে তারানাথ ও কুমুদিনীর প্রবেশ ।)

কুমু । এইখানে একটু লুকিয়ে দাঁড়াই এস, দেখি ও কি করে ?

(উভয়ের প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান ।)

দিন । বা ! এঁরা অন্তর্ধান হলেন নাকি ? আরে আবার মধুস্বরে এ গান করে কে ? হ্যাঁ বুঝেছি, কমল ! আরে, কমল আবার কে, আকাশ পথে শকু-স্তলা গান করছেন । গাও প্রিয়ে গাও, তারস্বরে গাও, হৃদয় আমার জ্বল হয়ে থাক । আহা কোকিল! নীরব হ'ল বে ? একটি ডালে দুটি পাখিয়া বসেছিল, একটি গান করে উড়েগেল, আর একটি এখনও আছে ; সে কে ? সে আমি, অ'্যা আমি পাখিয়া ? না, আমার মন পাখিয়া ! ওরে মন পাখিয়া ? কেন ? একটি গান করত ডাই ? শুন তবে গাই ।

গীত ।

মঞ্জুল যুগ্মরে, জমর গুঞ্জরে,

নিকুঞ্জে কোকিল গায়,

নির্বর কঁকর, পল্লব মর্ম্মর,

সুমনস্ক মলয় বায় ।

অবণ বিনোদন, বীণার বাদন,

তাবৎ কঙ্কনা প্রায় ।

কামিনী-কোমল-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত

মোহন গীত তুলনায় ।

(কুমদিনী ও তারানাথের পুনঃপ্রবেশ ।)

কুমু । কি সুন্দর গান ! কি সুন্দর গলা ? এমন লোকও পাগল হল ?

তারা । অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, দিনুকে দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় ।

দিন । এই যে বনদেবতারা আবার এই দিগে আসছেন । আসতে আজ্ঞা হয় ! প্রণাম হই ।

তারা । আহা ! বিদ্বান ব্যক্তির বাতুলতাও কি মনোহর ?

কুমু । (দিনুর প্রতি) তুমি এখানে একলাটি কি করছ ?

দিন । আরে প্রিয়স্বদে ! এস এস প্রিয়সখি এস । আজ্বে একাকিনী তপোবনে ভ্রমণ করছ ? টেকতোমার সহচরী শকুন্তলা কোথায় ? আমার কমল কোথা ? কমল ! অঁ্যা, না, শকুন্তলা ?

কুমু । আহা ! পাগল হয়েছে, তবু কমলকে তুলতে পারেনি ? তার সঙ্গে বে হলে, বোধ হয়, আরাম হতে পারে ? কেমন ?

তারা । হাঁ সস্তাবনা বটে ।

কুমু। আহা! কমল, কোথা রৈলে! একলাটি
 গুম্বে গুম্বে কতই কাঁদছ, কতই তাবছ, আহা!
 তোমার অদৃষ্টে এত দুঃখ ছিল?

তার। কমলকে আজ আমরা আনতে যাব।

কুমু। অ্যা, কমল তবে আসবে? একথা শুনলেও
 আশ্বাস হয়।

দিন। প্রিয়মদে! প্রিয়সখি! তুমি কি আমার
 উপর রাগ করেছ?

কুমু। কেন? রাগ করব কেন?

দিন। হ্যাঁ তুমি রাগ করেছ, হ্যাঁ তুমি রাগ করেছ!
 এই যে বরস্য মাধব্য! ভাল আহ ত?

তার। মহারাজ! পিও খজ্ঞুরের আশ্বাদটা কি
 একেবারে ভুলে গেলেন? তেঁতুলে কি এখনও অকুচি
 হয় নাই? নগরে কি আর ফিরে যাবেন না?

দিন। প্রিয় বরস্য! শকুন্তলা লাবণ্য-ললাঘ, সে
 অমূল্য ভূষণ হৃদয়ে ধারণ না করে, আর সিংহাসনে
 বসতে ইচ্ছা নাই। তুমি যাও, আমি এই বন বাসেই
 কাল কাটাব

তার। মহারাজ! আপনাকে আমি কখনই
 পরিত্যাগ করে যাবনা

দিন। কি? যাবিনি, যাবিনি? দেখবি তবে?
 আরে, কৈ আমার ধনুর্কোণ কোথা গেল? তুই চুরি
 করেছিলি, দে, বলছি দে।

তারা । আচ্ছা আগে তুমি একটা গান গাও
তবে দেব ।

দিন । গান গাইব ? না—তারানাথ !

তারা । কি ?

দিন । বলি কি—বাঁদর দেখে কেনা হাসে, লঙ্কার
ধোঁরে কেনা কাসে ? অ্যাঃ ?

তারা । এখন এস, ঘরে চল ।

দিন । আগে আমার ধনুখানি দাও ।

তারা । এস, আমার সঙ্গে এস দিইগে ।

দিন । না, আগে তুমি দাও, তবে আমি যাব ।

তারা । বাড়ীতে আছে, এখানে কোথা পাব ?

দিন । তবে দেবে, সত্য বলছ ?

তারা । হাঁ দেব ।

কুহু । মহারাজ ! আসুন বেলা হয়েছে ।

দিন । প্রিয়সখি ! তোমার সুকোমল কণ্ঠ-
বিনিঃসৃত যথুর কথাতেই, আমার যথেষ্ট সংকার
হয়েছে ।

কুহু । না না, সে কি কথা ? আপনি আসুন ।

দিন । তবে চল ।

(সকলের প্রস্থান ।)

তৃতীয়ঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থীঙ্ক — প্রথম দৃশ্য ।

(কমলিনীর প্রবেশ ।)

কম। এই যে, বেলা গেছে, কোথাও আর রৌদ্র নাই, ঘাট থেকে বেস ফুর ফুর করে বাতাস আসছে— এইবার এই জানালাটার একটু বসি (উপবেশন) সেখানে এমনি সন্ধ্যার সময়, কুসুম আর আমি আমাদের ছাদে বসে থাকতাম, আর এমনি তর কত পাখী বাঁকে বাঁকে উড়ে যেত। পাখী জন্ম বেস, মনে করলেই কত দেশ দেশান্তরে বাওয়া বার, আহা, আমি যদি পাখী হতাম ! (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) বা হবার নয় সে আশা আর করি কেন ? আমি কি আর সেখানে যেতে পাব ? এমন দিন কি আমার হবে ? (নয়ন মুছিয়া) মা, হয়ত আমার তরে, কত কাঁদছেন, বাবা কত গালাগালি দিচ্ছেন, আর দিনু কি মনে করছে ? সে হয়ত আমার কত ঘৃণা করছে, দিনু ! দিনু ! আঃ দিনু ! এ জন্মে আর কি তোমায় দেখতে পাব ? মা কালী কি এত নিদ্রা হবেন যে, আর আমি তাকে দেখতে পাব না—আর আমি বাড়ী যেতে পাব না ? কিন্তু সেখানে গেলে আমার কি দশা হবে ? দিনু কি আর ভাল করে আমার সঙ্গে কথা কবে ? না, তা কবে বৈকি, না হয় আমি

তার পায়ে হাত দে দিলি গালব, সকল কথা তাকে
ভেঙ্গে বলব, তা হলেত সে সব বুঝতে পারবে, দিনু
ত আমার কথা কখন অবিশ্বাস করে না। সে যা হোক
এখন এর হাত থেকে এড়াতে পারি তবেই ত! যে
দিন কালামুখে আমার গায়ে হাত দেবে, সে দিন হয়
আপনি মরব, নয় তাকে মারব, আমি যদি বামণের
ঘেরে হই এ দুইয়ের এক করবই করব। (নেপথ্যে
পদ বিক্ষেপ শব্দ) ঐ বুঝি যুধোপোড়া আবার
জ্বালাতন করতে আসছে, (গাত্রোখান) কি হবে
মা, কোথা যাব মা! (কটিকচন্দ্রের প্রবেশ ও কম-
লিনীর অন্তরালে গাইয়া অবস্থান)

কটি। তাই ত, এ গেল কোথা? ইস্ হঠাৎ মেঘটা
করে, তারি অন্তকার হোল যে—আগে প্রদীপটা
জ্বালি (প্রদীপ জ্বালিয়া) কোথা গো গিри? কোথা
লুকালে? হার! হার! তুমি আবার উত্তর দেবে,
এমন দিন আমার হবে? রোস আমিই তোমার
খুঁজে বার করছি—যন্দকি! এ বরসে না হয় আবার
একবার লুকাচুরি খেলা যাক্ (কটিকের ইতস্ততঃ
অবেষণ করণ)

কম। (কাঁপিতে কাঁপিতে সরোদনে) ওগো
তুমি আর এগিরে এস না, তোমার পায়ে পাড়ি,

আমায় তুমি হুঁইওনা, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি—
আমায় হুঁইওনা । (পর্ব্যঙ্কের পাশে বসিয়া অবস্থান)

কটি । আচ্ছা, তোমায় আমি হোঁবনা, কিন্তু
যা বলি তার উত্তর দেবে কি না বল ?

কম । (নিকন্তরে রোদন)

কটি । ক'দ কেন ? তোমার ভয় কি ? আমি
তোমায় এত ভাল বাসি—প্রাণের সহিত ভাল বাসি,
আমার কাছে তোমার ভয় কি, লজ্জা কি ? আমার ত
কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই । তোমায় বিবাহ করব,
তোমায় নিয়ে ঘর করব, এই আমার ইচ্ছা ।

কম । নাগো, আমার ক্ষমা কর গো ।

কটি । কেন ? এক গা গহনা পরিয়ে তোমায় বাড়ী
পাঠিয়ে দেব, পাড়ার লোকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে
থাকবে । আর তোমার মা তোমায় কত আদর
করবে, সে ভাল নয় ?

কম । না গো, তুমি এখান থেকে যাও, তোমায়
দেখলে আমার বড় ভয় করে, গো !

এটি । কি বলি ? আমায় দেখলে তোর ভয় করে ?
কেন আমি ভুত না পেরেত ? আর বল্চি বেরিয়ে
আয় ।

কম । (সরোদনে) না গো, আমি যাব না, গো
তুমি আর আমার হাতনা দিও না গো । আমি যে
আর সহিতে পারি না গো মা !

কটি । উঃ, কিছুই যেন জানেন না, বড় সতী ।

কম । (তার স্বরে রোদন করিতে করিতে) যাগো তোমার কমলের দশা একবার দেখে যাও গো মা ! আমার এসে বাঁচাও গো মা !

কটি । আর কান্দতে হবে না, তোর পান্থে চোকের জলে শর্মা আর ডিজে ন্না । (কমলিনীকে ধরিতে অগ্রসর হওন এবং কমলিনীর পর্যাঙ্কোপরি উত্থান) ।

কটি । আমি যেন আর, ওখানে যেতে জানি না ।

কম । (কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে) আয় দেখি তোর কত বড় স্পর্ধা, হেঁ দেখি একবার !

কটি । ইন্ তাইত ভরে যে একেবারে মরে গেলেম ! (পর্যাঙ্কোপরি উত্থান) চোক্ দে যে আগুন বেকছে দেখতে পাই, ভস্ম করবে না কি ?

কম । (সরিয়া বসিয়া) এখনও বলছি তুই নেমে যা, তুই দূর হ, ঘরথেকে দূর হয়ে যা ।

কটি । আগে একবার নিকট হই, তার পর না হয় দূর হব এখন (অগ্রসর হওন)

কম । (উপাধানতল হইতে খড়্গ বহিষ্করণ পূর্বক) তবে রে আটকুড়ীর বেটা ।

কটি । উঃ বাপ্ (লক্ষ প্রদান পূর্বক প্রস্থান) ।

কম । পালাবি কোথা (লক্ষপ্রদানে পশ্চাচ্ছাবন) ।

চতুর্থীক দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কালীবাড়ী বহিঃপ্রকোষ্ঠ ।

(বড় মুড়ি বজ্রাঘাত ভজা একাকী আসীন)

ভজা । উঃ কি বড় ! কি মুড়ি ! আকাশটা আজ ভেসে পড়বে নাকি ? ইস্, একি মেঘের ডাক্ ? বাপ্ ! একটু মরে শুই—শেষে বিদেশে এসে কি বজ্রাঘাতে মরব ? কি অন্ধকার ! কোলের মানুষটি দেখা যায়না যে, এ বাড়ীতে গুনেছি ভূত আছে, তা থাকলই বা, তাঁরা কোথা না আছেন ? আমিত আর তাঁদের কোন অপরাধ করিনি, তবে আমার ভয় কি ? এইবার যুমুই যুমব, অ্যা ? আর অমনি যদি গলা টিপে ধরে ? তবেইত গেছি—না যুমব না—মুড়ি মুড়ি দে, চূপ করে পড়ে থাকি ।

(খোনা সর্দারের প্রবেশ।)

ভজা । (মুহুরে ও বাবা ! এটা একটাকি এলরে !
এইবার সেরেছে—রাম, রাম ! রাম !

খোনা । দেখ দেখি এই কঁড় কাপড়—এখন আলো জ্বালি কেমন করে ? ওঁদের কি, ওঁরাতো হুঁকুম করে বসলেন, তাঁর পঁর ঘঁর শালা তুঁই (চক্-
মক্ চুকিরা টিকা ধরাইতে ধরাইতে) আগুত বেঁস্
করে এক হিলায় তুঁরিডানন্দ—শরীরটে আগুে গরম

নাঁ করৈ, আঁর কোন কাঁজ নয় । আঁঃ হাঁত পাঁ ওঁণ
এঁকেবারে সিঁটিয়ে গেঁছে ।

ভজা । না এ ত ভূত নয়, ভূতে কি তামুক খায় ?
আর যদিই খায় কে দেখতে গেছে ? তাদের অলস
নীলে । এ ভূতই বটে, তা না হলে, এমন করে কথা
কইবে কেন ? খাও বাবা, খাও, তামুক খাও ।

খোনা । কেঁরে ? এঁটা এঁখানে কেঁ বিঁড় বিঁড়
কঁরতে লেঁগেছে ছাঁ ?

ভজা । না বাবা, তুমি স্বচ্ছন্দে খাও, অপরাধ
নিওনি বাবা, আমি একটি পাশে পড়ে আছি ।

খোনা । (স্বগত) আঁঃ মৌল, এঁ বেঁটা কেঁরে ?
বোধ হয় কোন রাঁহী বঁড় বঁড়িতে এঁখানে এঁসে পঁড়ে
আঁছে, আঁমার দেখে ভঁর পৌঁরেছে, তঁবে এঁকটু মঁজা
কঁরা যাঁক, আঁর সঁঙ্গে বঁদি কিঁছু খাঁকে ভাঁও এঁকবার
নেঁড়ে চেঁড়ে দেঁখি (প্রকাশ্যে) আঁয়া, কি বঁল্লি ? কেঁ
তুঁই ?

ভজা । গরিব লোক বাবা, তোমাদের আশ্রয়ে
পড়ে আছি ।

খোনা । তোর এঁত বঁড় বুঁকের পাঁটা, এঁই যাত্রি
বেলা তুঁই মায়ের বাঁড়ীতে চুঁকিস ? তুঁই চোর, চুরি
কঁরতে এঁসেহিস্ ।

ভজা । না বাবা, আমি চোর নই, দোহাই বাবা,
আমি চোর নই ।

খোনা । তবে কেঁ তুই বল্ ?

ভজা । আমি বাবা, অপরাধ লিওনি বাবা—

খোনা । আঁরে একশ বাঁর বাঁবা বাঁবা কিরে
বেঁটা, কেঁর বঁদি বাঁবা বল্‌বি, তোর ঘাড় তেঁকে কেঁল্‌ব ।

ভজা । না বাবা, বাবা লই, আমি ভজা, বড় বাবুর
খানসমা, বাবা !

খোনা । (স্বগত) তবে আঁর কিছু হ'ল না, বাবুর
সঙ্গে এসেছে এঁবেঁটার কাঁছে আঁর আঁছে কি ?
(প্রকাশ্যে) কোঁধা তোর বড় বাঁবু, বল্ ?

ভজা । বড় বাবু সেই ভিতর বাড়ীতে শুয়ে আছে,
তাকেও কিছু রোলনি বাবা ।

খোনা । (স্বগত) এঁখানে আঁর মঁশালটা জ্বাল'ব না
বেঁটা গোলমাল করবে বেঁটাকে শিকল দে' রেখে
হাঁই । এঁখন না' বেঁকতে পারে । (প্রকাশ্যে) কেন
তোর বড় বাঁবু এঁখানে এসেছে ?

ভজা । মরতে এসেছে বাবা, মরতে এসেছে,
তোমাদের অগোচর কি আছে বাবা ?

খোনা । আঁচ্ছা তবে তুই থাক ।

ভজা । যাও বাবা যাও, রাম । রাম । রাম ।

খোনা । অ্যা তুই ওঁ নাম করলি কেন ? তুই ওঁ নাম করলি কেন ?

ডজা । অপরাধ হয়েছে বাবা, এই সাতকে কানে খত দিচ্ছি, রাম নাম আর কখনও মুখে আনব না বাবা ।

খোনা । অ্যাঁরে কেন ঐ নাম ? কেন ঐ নাম ।

ডজা । না বাবা, তুমি যাও যাট হয়েছে বাবা ।

খোনা । হুঁ, কালী কালী বল বেঁটা, যাঁয়ের নাম কর ।

ডজা । তাই বলছি বাবা, কালী, কালী, কেমন বাবা হয়েছে ? যাও তুমি এখন যাও ।

(দ্বার বন্ধ করিয়া খোনার প্রস্থান !)

চতুর্থায় তৃতীয় দৃশ্য ।

কালীবাড়ী অপর প্রকোষ্ঠ ।

(তারানাথ, বেচারাম, ও ভীমের প্রবেশ ।)

তারা । কি ভয়ানক রাত্রি !

বেচা । দেখেছ, কোথাও আর একটি নক্ষত্র নাই, কেবল মেঘের উপর মেঘ, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুৎ, আকাশের কি ভয়ঙ্কর আকারই হয়েছে ।

তারা । সে যা হোক, একে বে এখন পোলে হয়, এই বাড়ীতেই আছে, কেমন মহাশয় ?

বেচা । তার আর সন্দেহ আছে ?

তারা । তবে আনুন, আর বিলম্বে কাজ নাই,
বৌজা বাক্ । ওরে দেখ্ দেখি, এ বেটা এখনও আস-
ছেন কেন ? একটা আলো জ্বালতে এক ঘণ্টা ব্যয়
না কি ?

ভীম । রোসো, ঠাকুর, তাড়াতাড়ি করলে কি হবে,
এই ছুৰ্ঘোগ, বোগাড় করে আগুণ বরাবে, মশাল
জ্বালবে, তবেত আসবে ।

বেচা । ওহে তারানাথ, কিছু শুনতে পাচ্ছ ?

তারা । কৈ না । ওত কেবল বাতাসের শব্দ
হচ্ছে ।

ভীম । ও কিছু লয় মশাই, ও অমন কত শব্দ হয়,
এ বাড়ীটি কেমন ?

তারা । কেন, ভুত আছে না কি ?

ভীম । সে কথার আর কাজ কি মশাই, তাঁরা
কোথা না আছে ।

বেচা । না হে, এ ত বাতাসের শব্দ বোধ হয় না,
ভাল করে শুন দেখি ।

তারা । (প্রবণাভিনয় করিয়া) হাঁ, মহাশয়,
কে যেন গোথরাছে বোধ হয় না ?

ভীম । আমি শুনেছি মশাই, এ বাড়ীতে একজন
গলার দড়ি দিবে মরেছেল, সে নাকি ভুত হয়ে আছে ।

(খোনা সর্দারের প্রবেশ)

ভারা । এই যে আলো এনেছে, এত দেরি কেন
রে ?

খোনা । মশাইতো বঙ্গুলেন গো, চুঁখ্যোগটা
কেমন ?

ভারা । তবে আস্থন মহাশয় (খোনার প্রতি)
তুই আগে আগে চল ।

(সকলের অগ্রসর হওন)

খোনা । টলুন মশাই ।

বেচা । ওটা ওখানে কি পড়ে রয়েছে হে ?
(খোনার প্রতি) ওরে দাঁড়া ।

ভীম । তাইতো মশাই লড়ে বে গো ।

ভারা । মহাশয় ! একটা মানুষ বে, ঐ বে গো ২
করছে ।

ভীম । আরে, নাগো ঠাকুর মানুষ লয় ।

ভারা । হ্যা, মানুষ নয়, তবে ওটা ভূত, না ?
(খোনার প্রতি) তুই আর একটু এগিয়ে যা দেখি ?

খোনা । না মশাই তাঁ আমি পারবোনা ।

ভারা । তুমি বেটা এমনি করে সর্দারী কর,
কেবল ফাঁকি দিয়ে আমার ঢাকা খাও ।

খোনা । এঁ কেমন কথা বল মশাই । মাইনে
খাই বলে বাঁঘের মুখে বাঁবো নাকি ?

ভারা । দে, দে, আর কথার কাজ নাই (মশাল লইয়া কিয়দূর গমন করিরা) ও মহাশয়, কটিক্ যে ?

বেচা । অ্যা, সে কি ? কি সর্বনাশ ।

কটিক । (বদনে বস্ত্র প্রদান)

ভারা । ও কালামুখ আর ঢাকা কেন ?

বেচা । কি হয়েছে কটিক্, এখানে পড়ে কেন ?

ভীম । ইস মশাই, পাটা যে আর লাই গো ।

খোনা । তাঁইতো রুঁতে যেঁ ঢেঁউ খেলাচ্ছে ।

বেচা । বেস্ হয়েছে, বেস্ হয়েছে, যেমন কর্ম তেম্ নি কল হয়েছে (ভীমের প্রতি) ওরে এই চানর খানা ছিঁড়ে, জল দিয়ে ভিজিয়ে আন দেখি ।

ভীম । দাও মশাই, দাও, আহা ! কে এমন করে চোট্ মাঝ্লে গা ?

বেচা । আরে, তুই বানা, যা বল্লুম তা আগে কর না ।

(ভীমের প্রশ্নান)

বেচা । কটিক্ ! কটিক্ ! !

কটিক । খুড় ! আমার ঘেরে কেল, আমার কেটে, কেল ! -

বেচা । আঃ কুলাকার ! তুই কোন্ সাহসে মরতে চাস্ ? তোৰ মনে একটু ভয় হয় না ?

কটি । খুড় ! আমি আর লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারিবোনা ।

ভারা । কেন, ঠ্যাংটা গেছে বলে না কি ?

কটি । চূপ হও শূকর !

বেচা । আরে পাজি ! মরে যেন লোকলজ্জাই এড়ালি, সেখানে সেই পরম ন্যায়বান্ জগদীশ্বরের গন্তীর সমক্ষে কেমন করে দাঁড়াবি বল্ দেখি ? সেখানে গিয়ে কি জবাব দিবি ? পাপাত্মা তেবে দেখ, তখন তোর কি দশা হবে ? তুই যে পাপ করেছিলি, তার প্রায়শ্চিত্ত নাই ।

কটি । বেচুখুড় ! তুযানল আমার প্রায়শ্চিত্ত ! শীত্র আমার এপাপের শরীর দগ্ধ কর, আমার নিস্তার কর ।

বেচা । মতীর ঢকের জল, কখনই বিফল হবার নয়, কমলিনীর কপোলবাহিনী মুকুতাধারাই তোর কাল তুচ্ছিনী, পাপাত্মা ! ইহলোকে পরলোকে তোর নিস্তার নাই, তুযানলে কেবল শরীর দগ্ধ হবে, তোর আত্মার নিস্তার নাই ।

কটি । খুড় ! আমার মাপ কর, আর বাক্য যন্ত্রণা দিওনা । আমার অন্তর্দাহ হচ্ছে ।

বেচা । হাঁ, তাই আমি চাই, মনের তুযানল ব্যতীত পাপ দগ্ধ হয় না, অনুতাপ, প্রকৃত অনুতাপই

মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত । (তারানাথের প্রতি) তারানাথ
বাবু ! তুমি তোমার খোনা সর্দারকে নিয়ে, কমলের
অনুসন্ধান কর । বড় জলের ছাট আসছে, আমি
ফটিক্কে এখান থেকে লয়ে যাই । এই যে ভীমও
এসেছে ।

(ভীমের প্রবেশ) ।

ভীম । এই নাও মশাই ।

বেচা । দে, তুই ফটিক্কে পাঁজা কোলা করে
নে চল ।

ভীম । কোথা বেতে হবে মশাই ?

বেচা । আমার সঙ্গে আয় ।

(ফটিক্কে লইয়া বেচারাম ও ভীমের প্রস্থান) ।

তারা । কমল, বোধ হয়, এই ঘরেই আছে,
(খোনার প্রতি) দোরটা ঠেল দেখি ।

খোনা । না মশাই, দরজা বন্ধ রয়েছে ।

তারা । জোরে ধাক্কা মার না ।

খোনা । (ধাক্কা মারিয়া) এঁ খোলা যাবে কেন
মশাই ? খিল দেওয়া রয়েছে বেঁ ।

তারা । আচ্ছা তুই সব (পদাঘাতে কপাট উদঘাটন)

নেপথ্য । অ্যা, আবার গায়ে হাত দিতে আস-
ছিল্ ?

(রক্তাক্ত খজাছন্তে ভয়ঙ্কর বেশে কমলিনীর প্রবেশ)

কম । আর, কে আসবি আর ! আর দেখি,
এইবার ।

তার। ওকি ! অ্যা, একি ব্যাপার !

কম । কে তুই ?

খোনা । সে'কি ঠাকুরণ, চিন্তে পীরছনা ।

তার। কি ঠাকুরকি, একি বেশ তোমার ?

কম । কে ? তারানাথ ? (স্তব্ধ ভাবে অবস্থান ও
কম্পন)

তার। নে, তুই খাড়া খানা এই বার হাত থেকে
কেড়ে নে ।

(হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ ও কমলিনীর মুচ্ছা)

পঞ্চমাস্ক প্রথম দৃশ্য ।

কাশীপুর তারানাথের অন্তঃপুরের দালান ।

(কমলিনী ও কুমুদিনীর প্রবেশ ।)

কুমু । কমল ! হাসনা ভাই, আমার মাথা ধাম্
একবার হাস্ ।

কম । হ্যাঁলা, আমি যদি হাসব । তবে কাঁদবে কে
বল্ দেখি ?

কুমু । কেন ? তোমার সেই শত্রুর মা ।

কম । হি ! হি ! নানা কুমুদ ! পৃথিবীতে আমার
মত কেউ যেন কাঁদেনা, আমি অতি অভাগিনী ।

কুমু। কে বলেরে অভাগিনী ! তুমি আমার
সোহাগিনী ।

কম। নে কুমুদ আর জ্বালাস্নি ।

কুমু। কেনলো জ্বালাবনা ! তবে তোকে কি
করতে এখানে আনলেম ?

কম। কি বলিস্ ভাই তুই !

কুমু। সত্যি বলছি আমি জ্বালাব ।

কম। কেন ? আমি তোর কি করিছি ?

কুমু।

* জ্বালাইয়ে প্রেমের বাতি, ধরব রাখার আঁধার মনে ।

ভাই বলি প্রান-সজ্জনি, হাস একটু চাঁদ-বদনে ॥

কমল। মরণ আরকি, রকম দেখ্ !

কুমু। মধুর ঈবদহাসি,

আমি বড় ভাল বাসি,

নির্মল কোমুদি রাশি তব চাক চন্দ্রাননে ।

(পুনঃ জ্বালাইয়া প্রেমের বাতি ইত্যাদি ।

কমল। তোর কি ভাই, এখন তামাসার সময়
পড়ল ?

কুমু। তুই হাস্‌বিনি ! একাস্তই হাস্‌বিনি ! তবে
একটা গান কর, বিরহে গানই ভাল লাগে, না ?

কম। আশাবতী বিরহিনী,

গান করে বিনোদিনী,

নিরাশ বিষাদে লোক নীরব কেবল,

* রাগিনী বেহাগ ভাল আড়া খেমটা ।

নানা রঙ্গে যাজ্ঞি পুড়ে,
শব্দ করে শূন্যে উড়ে,
গুমে গুমে দহে ধর তুঘের অনল ।

শুনলি ভাই, তোতে আমাতে ঢের তকাৎ, আমার
কি ভাই আর গান্ টান্ ডাল লাগে !

কুমু। কেন প্রাণটা বুঝি বড় হান্ টান্ করছে ?
তোকে একটা গাইতেই হবে ।

কম। তোর যে তারি আমোদ দেখতে পাই,
শব্দর বাড়ী এসে তুই বেন কি হয়েছিল্ !

কুমু। তোর ও শব্দর বাড়ী করে দিছি এই,
ভাবনা কি ?

গীত ।

রাগিনী কালাংড়া তাল একতাল ।

অচিরে পোহাবে দুঃখ বামিনী তোমার,
সুভাগিনি ! সুখ-রবি উদিবে আবার,
কমলিনি ধৈর্য্য ধর,
মিলাইব নটবর,

কুমুদিনী দূতী তব চিন্তা কিলো আর ॥

কম। তুই ভাই এখন নেক্সা ডেক্সা রাখ্ !
একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি ? আমার কি
আর বাড়ীতে নে যাবে না ?

কুসুম। কেন ডাই, তুমি কি পরের বাড়ীতে আছ ?
তবে তুমি আমার ডিম্ব ভাব, এই কি ডাই তোমার
ভালবাসা ?

কম। তুই আর আমার ধম্কাসুনি বলছি, আমি
এখনই কঁাদব ?

কুসুম। নানা সোণা-মণি আমার কঁদনা, চুপ
কর, তোমার তরে মনোরঞ্জন এনে রেখেছি, দেব এখন,
পেলেইত হল ?

কম। দূর হ বালাই, আমি এখন থেকে বাই, তুই
নিভাস্ত জ্বালাতন করলি (গমনোদ্যত) ।

কুসুম। (কমলের হস্তধারণ পূর্বক) নানা, বোসনা,
আমার মাথা খাস্ বোস, মাইরি আর কিছু বলব না ।

কম। কিন্তু ডাই, এবার তামাসা করলে, সত্যি
আমি পালিয়ে যাব ।

কুসুম। পালাবার জো নাই দিদি ! পালাবে
কোথা ! বে শিকল এনে রেখেছি—দূরহুকুণে আর
কাজ নাই, তুই এখন কি বলছিলি বল দেখি ?

কম। তুই এখানে এসেছিস্, কত দিন ?

কুসুম। আমি এই দিন দশ হল এসেছি ।

কম। হ্যাঁলা, যা আমার তরে কঁাদে ।

কুসুম। সে ডাই অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে, সে সব
কথা তোর আর এখন শুনে কাজ নাই ।

কম। কেন, কি হয়েছে বলনা ? সবাই ভাল
আছেত ?

কুমু। তা, সকলে ভাল আছে, কেবল এক জন
ছাড়া ।

কম। কে ?

কুমু। দিমু ।

কম। মরণ আর কি ।

কুমু। মাইরি বলছি, তোর তরে সে ভেবে ভেবে
পাগল হয়েছে ।

কম। রোস্, তারানাথ আসুক, তুই যেমন এলো-
মেলো বকুছিস্, তাকেই পাগলা গারদে পাঠাচ্ছি ।

কুমু। তা নাহয় পাঠাস্, তার আর কি ? এখন
একবার তাই তোর সেই কালীমূর্তি খানি দেখানা !
একখানা খাড়া এনে দেব ? (হাস্য)

কম। আবার ছুটুনি ।

কুমু। না, মাইরি তাই, তাহাসা করিনি, তোর
সেই মূর্তিখানি দেখতে আমার বড় সাধ বার । মিন-
বেকে একেবারে চুখানা করে কেটে ফেলতে পার-
লিনি ।

কম। তুই তাই সে কথা আর তুলিস্নি, আমার
ভর করে ।

কুমু। হ্যাঁলা, সে কালারুখো কখনও জের গারে হাত দিরেছিল ?

কম। গারে হাত দেবে, তার এত বড় সাথি ? তেমন যেরে কমল নয়, গোকুরা সাপ এদিগে বাখাটি হেঁটে করে, হুড় হুড় করে একটি পাশদে চলে যায়, কিন্তু তাকে বাঁটালাই আপনার বিক্রম দেখার, সে আমার গারে হাত দেবে !

কুমু। আচ্ছা ভাই ! তুই সেখানে খাড়া কোথা পেলি ?

কম। কেন, কালীর মন্দিরে একখানা ছোট পাঁটা কাটা খাড়া ছিল, সেইখানা এক দিন চুপি চুপি এনে লুকিয়ে রেখে ছিলেম । মনে করে ছিলেম, আপনারই গলায় দেব । আবার ভাবলেম, না, তা কেন করব ? আত্মহত্যা মহাপাপ ! যদি তেমন তেমন দেখি, তাকেই কাটব ।

কুমু। তা সে বেস্ বুদ্ধির কাজ করে ছিলি ।

(বিনোদিনীর প্রবেশ ।)

বিনো। বোঁ ! কাপড় কাচতে বাবে না ?

কুমু। তুই এর মধ্যে সব ঠিক ঠাক্ করে এসেছিল নাকি ?

বিনো। অনেকক্ষণ ।

কম। আচ্ছা তই এগো, আমরা বাছি ।

বিনো । তবে শীঘ্র এস, বেলা হয়েচে (প্রস্থান) ।

কুমু । আর তাই কদল, আমরা বাই আর, ঐ ওঁরা
বুঝি এদিকে আসছেন ।

কদ । কে ?

কুমু । ঐ যে ওঁরা ।

কদ । হ্যাঁ, তবে বাই চল, আমার তাই আজ
আবার নাইতে হবে ।

কুমু । ভালইত আয়না ।

(প্রস্থান) ।

(অপরদিক হইতে তারানাথ ও বেচারামের প্রবেশ ।)

বেচা । না, দিনু শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করবে
তার আর সন্দেহ নাই । সে যে ক্লান্ত হয়ে গেছে, সেটা
স্বলক্ষণ বলতে হবে ।

তারা । হ্যাঁ, কবিরাজ হরপ্রসাদ সেন ও তাই
বলছিলেন । তিনি আরও ভরসা দিচ্ছেন ।

বেচা । তিনি, আর কি বলেন ?

তারা । তিনি বলেন, যে পাগল সর্বদা প্রযুক্ত
ধাকে, হাসে, গান করে, লাকা লাফি করে, শাস্ত্র মত
চিকিৎসা করলে সে আরাম হতে পারে ।

বেচা । হ্যাঁ তিনি যা বলেছেন, তা ঠিক কথা, এ
প্রকার পাগল অনেককেই আরাম হতে দেখা গেছে ।

তারা । দিনরাত সকলই মূল্যবান বাজে, তবে এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ।

বেচা । কি ঈশ্বর দেওয়া হচ্ছে ?

তারা । শিবাহুত আর মহামনারায়ণ তৈলের ব্যবস্থা করেছেন ।

বেচা । উত্তম হয়েছে, কিন্তু বেশ, অধিক ঠাণ্ডা করা বেন না হয়, উষ্মাদাবস্থার জ্বর হওয়া অত্যন্ত দূষ্য । তবে তারানাথ বাবু, এখন আসি ।

তারা । কটিক্কে কি এখন গ্রামে লয়ে যাবেন ?

বেচা । না, এখন তাকে কলিকাতার বাসায় রেখে, চিকিৎসা করাতে হবে ।

তারা । তবে আপনিও এখন গ্রামে যাচ্ছেন না ?

বেচা । না, তাকে কলিকাতায় রেখে সব ঠিক ঠাক্ করে দে, আজই আমার বাড়ী যেতে হবে । কেবল ডজা এখন তার কাছে থাকবে ।

নেপথ্যে । চাটুখ্যা মশাই ! চাটুখ্যা মশাই !

বেচা । ঐ গাড়ি এসেছে, আমি তবে চল্লেম ।

তারা । আজ্ঞা আনুন । নমস্কার ।

বেচা । নমস্কার ।

(উভয়ের প্রস্থান ।)

পঞ্চমাস্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কাশীপুর তারানাথের উদ্যান ।

(কমলিনী কুমুদিনী এবং বিনোদিনীর প্রবেশ ।)

কুমু । কৈলো বিনোদ, কোথা ?

বিনো । এসনা, ঐ বে কদম গাছের কাছে ।

কুমু । তা বেস জায়গার হয়েছে, শেছুতেই পগার আছে, ঐ আমাদের মালিনী নদী । ঘরটা কি দিয়ে করেছিল, বল্ দেখি ?

বিনো । কেন, চারিদিকে চারটে নারিকেল পাতা পুতে, ডেলাকুচা অপরাজিতা, বুয়্ কালতা দিবে ঘিরে দিয়েছি, বেস হয়েছে তুমি দেখ্বে এসনা ।

কুমু । দাঁড়া গোটাকত ফুল তুলে নে যাই ।

বিনো । কি ফুল তুল্বে ? এখন কি বা আছে ?

কুমু । বিনোদ ! শোন্ ।

বিনো । কি ?

কুমু । এই সিউলি গাছটা একবার নাড়া দেনা ভাই !

বিনো । কেন ? এই বে অনেক ফুল পাড়ে রয়েছে, কুড়ুই না কেন ?

কুমু । নালো, তুই নাড়া দেনা । আমি এই তলার দাঁড়াই, মাথার উপর বেস বর্ বর্ করে, পুষ্প রুচি হবে এখন ।

কম । আ য়ি, বুড় পুঁকীর রকম দেখ, তোর কত সাধই যায় ।

কুমু । তোর কিসা, আর তবে আর (কমলের হস্ত ধারণ পূর্বক দ্রুতপদে গমন)

কম । আ য়োলো ? ছেড়ে দেনা, পড়ে মর'ব যে, কুমু । দিদি ঐ দেখেছ !

কম । কি ?

কুমু । ঐ যে তোমার পর্ণকূটীর চিন্তে পারছনা ? এবে সেই পক্ষবটী বন ।

কম । যবণ আরকি, লঙ্কাকাণ্ডের পর আবার সীতা-হরণ হবে নাকি ?

কুমু । দেখেছ কেমন ঘরটী, এখন এই খানে একটু বস আমি চট্‌করে আসছি ।

(কমলের দাড়ি ধরিয়া ।)

যাহু যণি ! সোণার হরণ দেখে তুলনারে আর,
সীতার আবদারে শুধু স্বর্ণ লঙ্কা ছার খার,
বুকুলে দিদি ! গণ্ডীর ভিতর থেকে বেরিওনা, মা' বান,
(কুমুদিনীর প্রস্থ ।)

বিনো । তুমি ভাই বোন, আমি ঐখান থেকে কতক গুলি ফুল কুড়িয়ে আনি, কাপড় রং করতে হবে । (কিরকূর বাইরা বিনোদিনীর কুমুম সংগ্রহ করণ)

কমল । (স্বগত) দিগুর তরে আমার মন যেমন করে, আমার তরে, তার মন, বোধ হয়, কখনই তেমন করে না । না, না, দিগু আমার ভাল বাসে—ভাল বাসে বৈকি, তবে, আমি তাকে যত ভাল বাসি, সে, পূরুষ হয়ে, তত ভাল বাসতে আমার কখনই পারবেনা । কুমুদ বললে, দিগু পাগল হয়েছে, একথা কেন বললে ? তামাসা কব্বার ত আরও অনেক কথা ছিল । না, বোধ হয় সে ঠাট্টা করে ও কথা বলেনি । হুঁ, আমার মন বলছে, দিগু যেন বর্ধার্বই পাগল হয়েছে । সে কি আমার তরে ভেবে ভেবে পাগল হল, তাকি হবে ? আর তাই যদি হয়ে থাকে তা ভেবে কি কব্ব, সেত আছে, তাকেত দেখতে পাব । আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, এজন্মে তাকেবৈ আর কাকেও স্বামী বলে জানবনা । পাগল হলেও সে আমার পতি আমি তার স্ত্রী । মনটা বড় আকুল হল, দূর হোক্গে, আর ওসব কথা তোলা পাড়া কব্ব না । এইখানে আঁচলটা পেতে একটু শুই (শয়ন ।)

(উদ্যানের অপর এক দিকে কুমুদিনী এবং
দিননাথের প্রবেশ ।

দিন । প্রিয়স্বদে ! কর্ণটা ভাল করিনাই ।

কুমু । মহারাজ ! আপনি কি এমন চূর্ণ করছেন ?

দিন । যদি, শকুন্তলাকে ভেমন করে তাড়িয়ে
দেওয়াটা ভাল হয় নাই । আহা ! প্রেমিনী আমার
কত বার বুঝাবার চেষ্টা করলেন, কত কথা বললেন,
শেবে অধোবদনে অনাখিনী কাকালিনীর মত কাঁদতে
কাঁদতে চলে গেলেন । তখন আমার মতিজ্বর হয়ে-
ছিল, আমি কিছুই বুঝতে পারলেম না ।

কুমু । মহারাজ ! অপনকার শকুন্তলাকে চান ?

দিন । চাই চাই, কৈ প্রিয়া কোথা ?

কুমু । ঐ নারিকেল কুঞ্জে অবস্থান করছেন, আপনি
আমার সঙ্গে অশুন ।

দিন । প্রিয়স্বদে ! এ পরিহাসের সময় নয়,
আমার হৃদয় অত্যন্ত আকুল হয়েছে, আমি শুনেছি,
প্রাণেশ্বরী সম্প্রতি হেমকূট গিরিতে কিম্বদ্বাসে বাস
করছেন । সেই স্থানেই আমার একবার যেতে হবে
আগে দেখা যাক, কোথা সে পর্ষিত ।

কুমু । আপনি এখান থেকে কেমন করে দেখবেন,
মহারাজ ?

দিন । ঐ একটা প্রকাণ্ড শাখা পল্লব স্নানকীর্ণ,
গগনস্পর্শী নিবিড় তিস্তিডী বৃক্ষ দেখতে পাছ ?

কুমু । আজ্ঞা হাঁ মহারাজ !

দিন । ঐ শাখাশিরে আরোহণ করলেই পৃথি-
বীর সমস্ত জনস্থান পর্য্যবেক্ষণ করতে পারুব ।

কুহু। আচ্ছা শকুন্তলাকে যদি এই অপোষমেই পান, তা হলে আপনার এত প্রয়াস স্বীকারে প্রয়োজন কি ?

দিন। প্রেরসী কোথা আছেন ?

কুহু। আসুন না, প্রিয়সখি ঐ নিকুঞ্জকাননে আপনার শুভাগমন প্রতীকা করছেন ।

দিন। কোথা সে কুঞ্জবন ? ঐ বধা যুগ শাবক সকল স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করছে ?

কুহু। মহারাজ ! আপনি কি আশ্রম প্রতি পালিতা সবৎসা গাভী গুলিকে হরিণশিশু বলে অনুমান করলেন ।

দিন। তুমি স্ত্রীলোক জান্বে কি ? গো শব্দে নানা অর্থ হয় ।

কুহু। বেস বেস ! “ গো শব্দে নানার্থ, অভিধানে দেখ ধনি ”

দিন। অ'্যা তুমি না স্বধি-কন্যা ?

কুহু। কেন মহারাজ ?

দিন। হি, হি, হি, তুমি এমন জঘন্য গ্রন্থ পাঠ কর ? যারা সুমুরে আমোদ করে, তারাই বিদ্যাসুন্দর পড়তে ভাল বাসে । তুনি ভদ্রলোকের ঘরে, তোমার এমন কদর্য্য কচি । এখন চল, শীত্র চল শকুন্তলার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিগে ।

কম । (গীত্রোথান পূর্বক) হ্যাঁ বিনোদ, এ
গেল কোথা ডাই ! অনেকক্ষণ গেছে যে ।

বিনো । ঐ যে গো অসুখে, পাগলকে সঙ্গে করে
আনছে ।

কম । অ্যাঁ, বা তর করেছিলাম ডাই হল নাকি ?
দেখি, ইস ! চেনা যায় না যে, উঃ আর যে বুক বাঁধতে
পারিনে, অ্যাঁ কি হল, আহা দিনু ! দিনু । না আমি
কান্দব না, কখনই কান্দব না । দিনু আমার স্বামী
আমি কেনে তার অকল্যাণ করব কেন ? আমি
মাতার চুল মুড়িয়ে ফেলব, রূপে আমার কাজকি, ময়লা
কাপড় পরব, পোরে দিনুর হাতধরে পথে পথে বাড়ী
বাড়ী, ডিকা করে বেড়াব, দিনুর সেবায় এসেহ পতন
করব, আর রাত্ দিন পরযেখরের কাছে মনোহুঃখ
জানাব, দেখব এতেও দিনুকে আরাম করতে পারি
কি না ? সত্যিই বলে মরা পড়িকে বাঁচাতে
পেটেরছিল, আর আমি আমার পাগল স্বামীকে
আরাম করতে পারব না । মা কালী কি দুঃখিনীর
পানে মুখ তুলে চাইবেন না ? সত্যিদের অসাধ্য
কিছুই নাই, দূর ভক্তির অসাধ্য কিছুই নাই, এ আমার
ঈব জ্ঞান আছে ।

(দিননাথ ও কুসুমিনীর প্রবেশ ।)

কুমু । মহারাজ ? ঐ দেখুন আপনার শকুন্তলা
কুঞ্জবন অলো করে বলে আছেন ।

দিন । (কমলিনীর দিকটে বাইরা কিরণকণ অনি-
য়ে নরনে ভদীর বদন মিরীকণ করতঃ) অঁ্যা, কমল
বে, কমল ! এ কোথা এসেছি, অঁ্যা ?

কম । (অধোবদনে রোদন ।)

দিন । অঁ্যা, কাঁদে কেন ? কাঁদে কেন ? আমার
বে প্রাণ কেমন করে, আরে আমার প্রাণ বে কেমন
করে রে !

কুমু । হি ! কিও কমল, করিস্ কি ? নে চুপ্ কর
আর কাঁদিস্ নি ।

কম । কুমু ! আঘিকি লাখ করে কাঁদছি ?
চেয়ে দেখ দেখি এক বার । ওমুখ দেখলে কার না
কান্না পায় ? (রোদন ।)

দিন । হঁ্যা, কমল, কমলইত, অমন করে কাঁদে
কেন ? অঁ্যা ?

কুমু । বিনোদ, তুই দিনুকে এখন এখান থেকে
নেবা ।

দিন । আমি বাবনারে—বাবনা ।

বিনো । এস, এখন বাড়ী বাই এস ।

দিন । না আমি বাব না, আমার ছেড়ে দে ।

কুমু । থাকরে তবে থাক, তুই কমলকে নিয়ে
নাইতে যা, আমি ওকে তুলিয়ে জালিয়ে ঘরে
রেখে আস ডি (কমলের প্রতি) তুমি যদি তাই এমন

কাণ্ড করবে জান্তেম, তাহলে ওঁকে এখন এখানে আনতেন না, যা এখন নাইতে যা, আমি দিছুকে রেখে চটকরে আসছি !

কম । হ্যাঁ কুমুদ, দিছু কি আর আরাম হবে না ?

কুমু । তুই আর খানিকটে অম্মনি করে কান্দনা, তা হলেই ও এখনি আরাম হবে এখন । আফ্লাদি ! এখন জানতে পারছিন্ ও তোর ভরেই ভেবে ভেবে পাগল হয়েছে, তখন তুই কোথা ওর সঙ্গে হেসে খেলে কথা কবি, না উল্টে প্যান প্যান করে কান্দতে বসলি, ও যদি আরাম না হয়, সে তোরই দোষ ।

কম । আমি কি করব বলনা ? ধম্কাস কেন তাই ?

কুমু । তুই ওকে সহস্তু নাওরাবি, খাওরাবি, বড় করবি, ওর সঙ্গে ভাল করে কথা বার্তা কবি, তাহলেই ও চটকরে আরাম হয়ে উঠবে ।

কম । আমার যে তাই লজ্জা করে !

কুমু । কেন ? আমাদের এখানে তোর কে আছে, যে লজ্জা করবে ? চল এখন চল, তুই ওকে তেল মাখিয়ে দিবি চল ।

কম । না বন্, তা আমি পারবনা ।

কুমু । তা তোকে করতেই হবে, আর উটে আর ।

দিন । আরে তুই ওকে অমন করে টানিস্ কেন ?

বিনো । খুসি চান্বে, জোয়ার কি ?

দিন । দেখ্‌ দুখ সামলে কথা ক, কে তুই ?

কুমু । না, না দিনু, রাগ কোরনা, এখন শকুন্তলাকে
নে ঘরে চল ।

দিনু । ই্যা চল । চল তবে চল ।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চমাস্ক—তৃতীয় দৃশ্য ।

জয়রামের অন্তঃপুরে দালান ।

(নেপথ্যে) গীত ।

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়াঠেকা

কেমনে নিবার নাখ, করিতে রোদন ।

সহজে পরাণ কাঁদে, করে ছুনরন ।

কণ্ঠের রতন হার,

ছিল কমল আমার,

ভুলিতে না পারি তার সে বিধুবদন ।

যদি অন্যমনে থাকি,

মাগো, ওমা বলে ডাকি,

সে যেন, আমার প্রাণ করে উচাটন ।

(নিমাই, জয়রাম, ও রোকদ্যমানা হৈমবতীর প্রবেশ)

জয় । এমন করে দিবা রাত্রি কাঁদলে, দিবা রাত্রি

তাবলে, কি তাকে ভুলতে পারবে? অন্য বিষয়ে
মন দাও । নিমাইকে সর্বদা কাছে রেখে, আদর কর,
বড় কর, তা হলেই শীঘ্র তাকে ভুলে যেতে পারবে ।
দেখে শুনে, ছেলেটা কদিনে কি হয়ে গেল, দেখ দেখি ?
নাও, ওকে কোলে নাও, চুপ্ কর ।

হৈম । ওগো, প্রাণ ঝাক্তে তাকে আমি কেমন
করে ভুলব গো, তার মধুমাখা “মা বলাটি” এখনও
আমার কানে লেগে রয়েছে যে গো, ওমা কমল এস
মা, একবার কোলে এস, একবার চাঁদ মুখে মা বলে
ডাকসে, মা আমার গো !

জয় । আঃ কমল ! কমল ! আর যে প্রাণ ধরতে
পারি না মা !

নিমা । বাবা, বাবা, তোমার কে ডাকছে ।

নেপাথ্যে । মুখুখ্যা মহাশয়, বাটীতে আছেন ?

জয় । আসুন মহাশয়, ভিতরে আসুন । বা নিমাই,
ওর সঙ্গে এখন ঘরের ভিতর যা ।

নিমা । আর যা, আর ।

(হৈমবতী ও নিমাইয়ের প্রস্থান ।)

(ও বেচারামের প্রবেশ ।)

জয় । আসুন ।

বেচা । নমস্কার ।

জয় । নমস্কার, বসুন ।

বেচা । আপনার নাকি সম্প্রতি অসুখ বোধ হয়েছিল, এখন কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়েছেন ত ?

জয় । চাটুয়া মহাশয়, এখন কেবল মৃত্যু হলেই সুস্থ হই, আপনাকে স্বরূপ কথা বলছি, আমার আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা নাই ।

বেচা । মহাশয় ! আপনি জ্ঞানবান হয়ে এত অধীর হইছেন কেন ? নিরবচ্ছিন্ন সুখ স্বচ্ছন্দে কালান্তিপাত করেছে, পৃথিবীতে এমন লোক কজন আছে ? পিতা মাতা, বা পুত্র কন্যা বিরোগ জনিত শোক পায় নাই, পৃথিবীতে এমন লোক কজন আছে ? মনুষ্যের বিপদ সম্পাদ, সকলই দৈশ্বরের ইচ্ছাবীন, যে ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে সমর্থ হন, এ পরোকার সংসারে তিনিই কেবল সুখী হতে পারেন, যে হেতু—

বা করেন জগদীশ জগৎ কারণ ।

সকলই মানবের কল্যাণ কারণ ॥

জয় । মহাশয় ! সেটুকি আমার মত সাধারণ লোকে পারে ?

বেচা । আপনি একজন বিজ্ঞলোক, চেষ্টা করলে অবশ্যই তা পারেন ।

জয় । আমার মত হতভাগ্য বোধ হয় পৃথিবীতে অতি অল্প লোক আছে ।

বেচা । মহাশয় শ্রবণ করে দেখুন দেখি, আমি আপনাকে কতবার ইঙ্গিত করেছিলাম, দিনুর সহিত যদি কুমুলের বিবাহ দিতেন, তা হলে এ দুর্ঘটনা কখনই ঘটত না ।

জয় । চাটুখ্যা মহাশয়, দিনুর মত সংপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি, এটি কি আমার ইচ্ছা ছিল না ?

বেচা । তবে তা করেন নাই কেন ?

জয় । সাহস হয় নাই, অপরিণামদর্শী বল্লালই যে আমাদের সর্বনাশ করে রেখেছে ।

বেচা । বল্লালের বুজ্জিদোবে আমরা নির্দোষ হই কেন ?

জয় । বাঙ্গালির সাহস নাই, একতা নাই, ক্রমতা নাই বলে ।

বেচা । তবেই হল মহাশয়, আমরা যে দুঃখ পাই সে কেবল আমাদের নিজের দোষে, অভিমান, কুসংস্কার, পরস্পর-বিদ্বেষ-ভাবেই বাঙ্গালির সর্বনাশ হয়েছে । যে জাতির আত্মনির্ভর বা আত্মসম্মতি বল কিছু মাত্র নাই, সে জাতির সৌভাগ্যোদয় কখনই হবে না । যে দিন বাঙ্গালি, বুঝা কথা পরিত্যাগ পূর্বক, কার্য্য করিতে শিখিবে, এবং সাধারণ সম্বন্ধে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া, ঐক্য লাভ করিতে পারিবে, সেই দিন

জানিব যে আবার বন্ধে সৌভাগ্য হৃদয়ের অভ্যুদয়
হইবে।

জয়। মহাশয়, যথার্থ কথাই বলেছেন, সকলের ঐক্য
হলে, কি না হয়, অনাগ্রাসেই আমাদের দেশের কুরীতির
সংশোধন হতে পারে। কোলোনিয়র সহিত আমাদি-
গের ধর্মের কি সংগ্রহ আছে, বলুন দেখি? বরং দেশা-
চার-বশবস্তী হয়ে, সেই অভিমানের অনুরোধে, অনেক
সময় আমাদিগকে ধর্মবিরুদ্ধ কার্য্য করতে হচ্ছে।
মহাশয়, কেউ দেখে শিখে, আর কেউবা ঠেকে শিখে,
আমি নিরোঁধ! তাই ঠেকে শিখ্লেম। (দীর্ঘনিশ্বাস
সহকারে) আর নিতান্ত হতভাগ্য! যে আমার শিক্ষার
কোন ফল হলনা। আঃ মা কমল! আর যে ধৈর্য্য
ধরতে পারি না মা! আমিই যে তোমার হত্যা করেছি!
আঃ আমি কি মানুষ না পিশাচ! হায়রে আমি, পিতা
হয়ে সন্তান হত্যা করেছি! অভিমান মন্দিরে আমার
সাধের কমল বলিদান দিয়েছি! আঃ মাগো! নিদা-
কর্ণ কোলোনিয়-অনলে তোমার জীবন্ত দহন করেছি?
হায়রে! কি মহাপাতকই করেছি! এখন ও আমি
জীবিত রয়েছি!!

বেচা। (স্বগত) আর কি, এখন আগুন ধরে
উঠেছে, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। জগদীশ্বর
করুন, দিনু-কমলের পরিণামপথ পরিষ্কৃত হউক

(প্রকাশ্যে) মহাশয়, যা ফিরে পাবার নয়, তার তরে
বিলাপ করা বুঝা, আপনি এখন বাহিরে চানুন, বিষয়া-
স্তুরে মনোনিবেশ করুন ; আসুন ।

জয় । চানুন বাই ।

(উভয়ের প্রস্থান ।)

পঞ্চমায়ু চতুর্থ দৃশ্য ।

কটকচক্রে গোলবাড়ী ।

(দিননাথ ও তারানাথের প্রবেশ ।)

দিন । আমি এই বসলেম, পাল্‌কী আন তবে
যাব, তা না হলে, শর্মা আর একটি পা নড়ছেন না ।

তারানাথ । (স্বগত) পাখে রোজ লাগাতে, দেখতে
পাচ্ছি আবার মাথা গরম হয়ে উঠেছে । (প্রকাশ্যে)
কিছু খাবে, ডাব আনাব ?

দিন । না, এখন খাব না । ওহে তারানাথ ! শুন,
তুমি আমার সঙ্গে এক বার চক্ৰলোকে যেতে পার ?

তারানাথ । কেন বল দেখি ?

দিন । সেখানে যোগা নাকি বড় সস্তা ।

তারানাথ । বটে ; সেখানে বাণিজ্য করতে যাবে
নাকি ?

দিন । হ্যাঁ, সেহিটেই মানস করেছি ; আমা-
দের পৃথিবীতে যেমন সব পাতরের গর্জত, শুনেছি—
সেখানকার পাহাড়গুলি নাকি সব সোণার । এখান
থেকে আমরা কতকগুলি চকুমকির পাতর নে বাই
চল, তাহলে, তার বদলে, সেখান থেকে আমরা
রাশি রাশি সোণা আনতে পারব ।

তারা । পাতরের বদলে সোণা, এতটুকু ব্যবসা
নয় ! কিন্তু বলি কি, চকুমকির পাতরটা চন্দ্র-লোকে
কি এতই দুর্লভ !

দিন । হ্যাঁ, সেখানে অগ্নির কিছু অসম্ভাব
আছে । সেখানকার রাজা সূর্যলোক হতে আগুণ
আনবার চেষ্টা করে ছিলেন, কিন্তু অনেকটা দূর
বলে, বড় সুবিধা হয় নাই, তাই সম্প্রতি আমার এক-
খানি পত্র লিখেছেন, তুমি যেতে পারবে ত ?

তারা । হানি কি, তোমার বিবাহটা হলেই যাওয়া
যাবে ।

দিন । হ্যাঁ, সেই ভাল, ইত্যবসরে আমি একটা
নুতন প্রকার ব্যোমধান প্রস্তুত করে রাখি । দাদা,
দ্বির-বায়ু ভেদ করে বেতে হবে, সামান্য কথাই নয় ।
হাঃ হাঃ হাঃ । এইবার ফরাসীদের দৰ্প চূর্ণ করব,
ভারতবর্ষের আর্থোরা, বিজ্ঞান শাস্ত্রের কতদূর উন্নতি
করেছেন, তা একবার জগতে দেখান চাই । হাঃ হাঃ
হাঃ ।

তার। দেখতে পাচ্ছি ভাই, তোমার বিবাহের
আবার বা ব্যাঘাত ঘটে ।

দিন। কেন, কেন, আবার কি হল বল ?

তার। তুমি এমন পাগলামি করলে কি মুখ্য
মহাশয় তোমার মেয়ে দেবেন !

দিন। কে বলে আমি পাগল ! আমার যে পাগল
বলে সে নিজে পাগল ।

তার। যদি পাগল নও তবে পাগলামি বর
কেন ?

দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা ! কাল বড় কর্তব্য পড়েছে,
যার খোলা প্রাণ, যে মনের কথা প্রকাশ করে বলে,
সেই এখন পাগল । দেখ তারানাথ !

তার। কি ?

দিন। একটি বস্তু আমার তরের করতে হয়েছে ।
দূরবীক্ষণ আছে, অনুবীক্ষণ আছে, এখন একটি
মনোবীক্ষণ প্রস্তুত না করলে আর চলে না । সভ্য-
সমাজের বড়ই কষ্ট হয়েছে ।

তার। হ্যাঁ, তাহলে সমাজের একটি বিশেষ
অভাব মোচন হয় বটে, তোমার বত উদ্গাদের
চিকিৎসার পক্ষে বড় সুবিধা হয় ।

দিন। সেটি তোমার ভ্রম, আমাদের জন্য সে
বস্তু বড় প্রয়োজনীয় হবে না, আমাদের মন ত

মুখে বিরাজমান, কেবল তোমাদের মত ভগুরাজ
দিগের চিত্র পরীক্ষার নিমিত্ত মনোবীক্ষণের আবশ্যক
হয়েছে, দাদা আর ছুদিন থাম, তার পর তোমাদের
এক বার দেখে নেব ।

তারা । কি করবে বল ।

দিন । প্রমাণ কর, যে মানব যাত্রাই উদ্ভাস,
তবে, বিশেষ এই, অল্প লোক আমার মত সরল
পাগল, আর অধিকাংশই তোমার মত বিট্কেল বন-
মায়েশ ।

তারা । তা না হয় কোর, তার আর কি ।

দিন । তোমাসা নয় তারানাথ, আমি সত্য সত্য-
তাই করব । আমার কথা বা কাজ ও তা, জানত ।
যন্ত্রটি প্রস্তুত হলে, তোমাদের ছন্দয়ের আকৃতি দেখব
আর তার ছবি তুলে নেব, নিয়ে বিলাতী মেলায়
পাঠিয়ে দেব ।

তারা । তা দিও । ঐ যে চাটুয্যা মহাশয় যাচ্ছেন,
তাকে বাকু, চাটুয্যা মহাশয় ! চাটুয্যা মহাশয় !

দিন । বেশ হয়েছে, ঐ চাটুয্যা মহাশয় আস-
ছেন । হীঁ উনি যদি আমায় পাগল বলেন, তবে আমি
বধার্ঘ্যই পাগল, আর তা যদি না বলেন, তা হলে
তারানাথ ! তোমার আমি পাগল না করে ছাড়ব না ।

(বেচারামের প্রবেশ ।)

তার। কোথায় যাওয়া হয়েছিল ? মহাশয় !

বেচা। এই একবার মুখুখ্যা মহাশয়ের কাছে গিয়েছিলেম, তোমরা কখন এলে ? এখানে বসে যে ?

তার। আজ্ঞা এই আসছি। একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছে।

বেচা। কমলকে আনা হল বুঝি ? দুখানা পালকী যাচ্ছে দেখলাম।

তার। আজ্ঞা হাঁ।

দিনু। আচ্ছা চাটুখ্যা মহাশয়, আমার আর পাগল বলে বোধ হয় ?

বেচা। কৈ না, এখন ত আর সে ভাব দেখছি না।

দিন। শুনলে তারানাথ, তুমি নিজেকে পাগল, তাই আমার পাগল বল।

তার। আমার তাই পাগল বলেও যদি তোমার ছিট্‌টুকু যায়, সেও আমার পরম লাভ।

বেচা। ভাল, দিননাথ ! তুমি এখন আপনা-আপনি কেমন বোধ করছ, বল দেখি ?

দিন। আমি ত বেশ আছি, কোন কষ্ট নাই, তবে এক একবার প্রাণটা কেমন করে।

তার। তাইত আমি বলছি তাই, এখনও তোমার একটু কষ্টের আছে।

দিন । আঁহেত আছে, আমারই আছে, তোমার কিতা ?

বেচা । নাহে তারানাথ, ওকে আর কিছু বোলনা, বকালে আরো বাত্বিক বুদ্ধি হবে ।

দিন । মাধে আমি বকি, আমার বকার কেন !
তাইত আমি বকি ।

বেচা । নানা দিনু, রাগ করা তোমার পক্ষে ভাল নয়, একটু ঠাণ্ডা হও ।

দিন । আচ্ছা আমি এই বরক্ হয়ে বসে রইলেম । কিন্তু আমার গরম করলেই গলে বাব, তখন আমার মুখে বোল চালের তরঙ্গ চলবে, সে বেগ সন্মরণ করা কিন্তু তারানাথের পক্ষে তার হয়ে উঠবে, তা বলে রাখছি । দাদা, তখন তাগিরখী-শ্রোতে ঐরাবত হাতীর মত কোথা ভেসে চলে যাবে, তখন তোমার কেউ খুজ্জেও পাবে না ।

বেচা । কিও দিননাথ, তুমি কি একটু খেমে থাকতে পার না, মেলা বক্ছ কেন ? ওতে বে তোমার ব্যা-রাম বুদ্ধি হবে !

দিন । হ্যাঁ ব্যারাম বুদ্ধি হবে ! কার কাছে শুনেছেন মহাশয় । বক্লেই আমি থাকি ভাল ।

বেচা । না, না তুমি চূপ্ কর ।

দিন । আপনি বলছেন, আপনার কথা অবশ্যই

মান্য কর্ত্তে হবে । আজ্ঞা আর একটি কথাও কব না,
বাক্যাবসানে এই দাঁড়ি কেলেম (ওষ্ঠাধরে আঙ্গুলার্পণ)
বেচা । ওহে তারানাথ বাবু, যা বলে ছিলাম তা
করা হয়েছে ত ?

ভারা । আজ্ঞা, সে নিমিত্ত আপনি চিন্তা কর-
বেন না ।

বেচা । না হে তারানাথ, চিন্তার বিষয় বই কি,
অভিনয়টি স্বভাবানুযায়ী কলোপধায়ক না হলে,
কুশীলবদিগের কেবল পণ্ডিত্র্য যাত্র ।

ভারা । (সিবদ্ধাস্য সহকারে) আজ্ঞা না, তা সব
ঠিকই হবে ।

বেচা । হাঁ, আমাদের নট নটী অভিনয় নিপুণ
বটে । অবশ্যই আমাদের আশা চরিতার্থ হবে । এখন
তোমরা আমার বাটীতে চল, সেই খানেই আহারাদি
করবে । ওপাড়ার তোমাদের এখন আর গিয়ে কাজ
নাই ।

ভারা । আজ্ঞা হাঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম,
এখন দেখা দেওয়াটা হবে না ।

বেচা । কমলকে এখন, তোনার খুশুর বাড়ীতেই
নিরে গেলে ত ?

ভারা । আজ্ঞা সেখানে না নিরে গেলে, সব
প্রকাশ হয়ে যাবে যে ।

বেটা । উত্তম হয়েছে । এখন এস, আর এখানে থেকে আবশ্যক নাই ।

ভারা । তবে চলুন, এস দিনু ।

দিন । হাঁ চল ।

(সকলের প্রস্থান ।)

পঞ্চম পঞ্চম দৃশ্য ।

হয়রামের অন্তঃপুর, নিমাই ও হৈমবতীর প্রবেশ ।

নিমাই । দেখ মা, কুমুদ দিনী স্বস্তুর বাড়ী থেকে এসেছে, আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসছে ।

হৈম । আঃ মাগো ! (রোদন ।)

নিমাই । একবার তুই কাঁদুলি কেন মা !

হৈম । তুই বাছা এখন খেলা কর্গে বা ।

নিমাই । না, আমি এখন বাবনা, ঐ আসছে । ঐ বে কন্ কন্ করে শব্দ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছিন্নি ?

(কুমুদিনী, বিনোদিনী এবং অবগুণ্ঠনারূতা কমলিনীর প্রবেশ ।)

কুমু । জেঠাইমা প্রণাম হই ।

হৈম । এস, মা এস, শীঘ্র একটি বেটা কোলে কর, পাকা মাখার সিঁচুর পর, আশীর্বাদ করি যুখে থাক ।

কুমু । বিদু, এই আমার জেঠাই মা, প্রণাম কর ।

(বিনোদিনী ও কমলিনীর প্রণত হওন ।)

হৈম । সবাই বেঁচে বর্ত্তে থাক মা, হাতের লোহা
কর হোক । এহুটি তোর করে কুমুদ ?

কুমু । এটি আমার ননদ, এর নাম বিনোদ । আর
এটি আমার জা ।

হৈম । তোর ননদটি ত দিব্য দেখতে । (কমলিনীর
প্রতি) তোমার মুখ খানি দেখি মা !

কুমুদ । ও তারি লাজুক, ও কি মুখ খুলবে ।

হৈম । থাক, তবে থাক, কেন গো মা, এত লজ্জা

কেন ?

কুমু । সত্যি বারু, মেরে মানবের লজ্জা থাকা
ভাল বটে, কিন্তু অত জড়সড় ও আবাস কিছু নয় ।

হৈম । মা, কুমুদ ! তোকে দেখলেই, আমার সে
অভাগীকে মনে পড়ে । যেখানে কুমুদ, সেই খানেই
যেন আমার কমল আছে ।

কুমু । সে কথা আর তুলছ কেন জেঠাই মা !
আমার ত একবার ভুলেও মনে হয়না, যে কখন নাই,
বোধ হয় সে যেন সর্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে যুরে
বেড়াচ্ছে ।

কম । (কুমুদিনীর হস্ত টিপিয়া লম্বুহরে) আক্লাদি ।

হৈম । মা তোরা দুটি যেন কায়া আর ছায়া হিলি,

এক দণ্ডের তরে তোদের ছাড়াছাড়ি ছিল না। আঃ মাগো, মনে মনে কত সাধই করে ছিলাম, মুল্লুর দেখে জামাই করব, ঘটা করে বাহার বে দেব। আমার পোড়া কপালে তা কিছুই হলনা। আঃ বিলুবরণ না হতেই স্বর্ণ প্রতিমা আমার বিসর্জন গেল। ওমা তোর কপালে এই ছিল, যা আমার গো (রোদন)।

কুমু। চূপ্ কর জেঠাই মা, চূপ্ কর, কান্দলে কি আর তাকে পাবে? আহা! দিনুর সঙ্গে তার বে দিলে আর কোন জ্বালাই থাকত না বাবু, দিনুও পাগল হত না, সেও সুখে থাকত।

হৈম। কি বল্ যা, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ, দিনু যে এমন কাজ করবে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেন না।

বিনো। (জনাস্থিকে কমলিনীর প্রতি) বোয়ের ভাই কিস্তু খুব বুদ্ধি, ক্রমে ক্রমে কেমন কথাটি পাড়ছে দেখছ।

কুমু। হ্যাঁ, জেঠাই মা, সে থাকলে, দিনুর সঙ্গে তার বে দিতে না? আচ্ছা, এখন যদি তাকে পাও?

হৈম। ওমা, এমন দিন কি হবে, আমার হারা নিরি আবার ফিরে পাব? ওমা কমল আর মা, একবার তোর দুঃখিনী মায়ের দশা দেখে যা, আয় মা, একবার কোলে করি, যা আমার গো! (রোদন)।

কুমু । (কমলিনীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া) জেঠাই মা চুপকর, চেয়ে দেখ দেখি, কে এ ।

হৈম । অ্যা কমল বে ! ওমা কমল, একি মা, আমি কি স্বপ্ন দেখছি । (কমলিনীকে হৃদয়ে ধারণ) ।

কম । (সরোদনে) আর কাঁদিস্নে মা চুপকর, তোর ছুটিপায়ে পড়ি ।

হৈম । বাছা, তোমাকে যে আবার আমি কোলে করব, এমন আশা আমার ছিলনা (চিবুক চুষন করিয়া) আমিহঁত আর কারও কথা শুনবনা, দিনুর সঙ্গেই তোমার বে দিব ।

(কমলিনীর সলজ্জভাবে অবস্থান)

হৈম । হ্যাঁ কুমুদ, কমল আমার কোথা ছিল ?

কুমু । সে জেঠাই মা অনেক কথা, ঐ জেঠা মশাই কার সঙ্গে কথা কৈতে কৈতে আসছেন, আমরা এখন ঘরের ভিতর যাই চল ।

(সকলের প্রস্থান ।)

(অপর দিগ দিয়া জয়রাম ও বেচারামের প্রবেশ)

জয় । ফটিকের এই কাজ, তার কি ধর্ম্মভর কিছু-মাত্র নাই ?

বেচা । হ্যাঁ, বার লোকলজ্জা নাই, তার আবার ধর্ম্মভর, ওসব কথা বেতে দিন, এখন মহাশয়ের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে ।

জয় । কি বলুন না ।

বেচা । আপনি আমার কথা রাখবেন কি না, আগে বলুন ।

জয় । মহাশয় বা করতে বলবেন, আমি তাতেই প্রস্তুত আছি, আপনি আমার যে কি পর্য্যন্ত উপকার করেছেন, তা বলে জানাবার নয় ।

বেচা । মানুষের কুমতায় কিছুই হতে পারেনা মহাশয়, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিবেন । আপনার উপকার কর্বে আমার সাধ্য কি ? কিন্তু মহাশয় মনে করলে আমার চিরবাহিত করতে পারেন ।

জয় । সে কি কথা মহাশয়, আমি বা কর্বে সে কেবল প্রতুপকার মাত্র । এখন আজ্ঞা করুন, আমার কি করতে হবে ।

বেচা । মহাশয় ! আমার নিতান্ত অপরাধী কর্ছেন । আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র, আমি আপনার নিকট তিকা চাইব মাত্র । কটিকের মহাপ্রাণ অপরোধ হয়েছি স্বীকার করি, কিন্তু অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা করতে হবে, আমার অনুরোধটি আপনাকে রাখতেই হবে ।

জয় । মহাশয় বা বলবেন আমার তাই করতে হবে । কিন্তু অরূপ কথা বলতে কি, তাকে টুকরা টুকরা করে কেটে কেড়ে—তাকে নির্কণ্ঠ্য করলেও আপনার

গায়ের জ্বালা যায় না । মানুষে যে এত দূর স্বর্ধ-পৰ্ব-
ত্রষ্ট হতে পারে, আদৌ আমার এ প্রকার বিশ্বাস
ছিল না । উঃ একি মানুষের কাজ ! আমাকেও চিরজী-
বনের জন্য মজিরেছে, আর দিনু পাগল না হলে,
তাকেও ত একেবারে মেরেছিল ।

বেটা । মহাশয়, ওকথা আর আন্দোলন করছেন
কেন, ধনমদে মত্ত হলে, মানুষের পাপপুণ্য, হিতাহিত
বিবেচনা, কিছুই থাকেনা ।

জয় । দুর্ভাগ্যেরা মরতে হবে, এটা কি একবার
তাবেনা । কটিকের অপরাধ স্বরণ করলে, আমার
হৃৎকম্প হয় । উঃ ! কি কাণ্টাই করে তুলেছিল—
একটা মড়ার মাথা এনে রেখে, পাঁটা কেটে রক্ত ছড়িয়ে,
চিস্তেকে সাক্ষী সাজিয়ে, কি হুন্সুল ব্যাপারই করে
তুলেছিল ।

(দিননাথ ও তারানাথের প্রবেশ ।)

বেটা । এই যে এরাও এসে উপস্থিত হল ।

জয় । এস বাপু, কখন আসা হল ?

তারা । আজ্ঞা এই কতক্ষণ এসেছি ।

জয় । (দিননাথের হস্ত ধারণ পূর্বক) বাবা দিনু,
আমি অকারণে তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমি
তোমার নিকট সহস্র অপরাধে অপরাধী হয়ে আছি ।
বাবা, এখন তোমার সুখী করতে পারলেই আমি সুখী

হই। কুলমান আমি আর কিছুই গ্রাহ্য করবনা।
এখন কমলকে তোমার হস্তে সমর্পণ কর্তে পারলেই
আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করব।

বেটা। মহাশয় একবার বাহিরে চপুন, একটা কথা
বলব।

জর। চপুন।

(প্রস্থান)

(কমলিনী, কুমুদিনী ও বিনোদিনীর প্রবেশ।)

কুমু। তবে মহারাজ ! ভাল আছেন ত ?

দিন। যেমন দেখছি।

কুমু। মহারাজ ! মাঝব্য অন্তঃপুরে কেন ?

তারা। কেন ? তা মহারাজ বলবেন এখন, আগে
তুমি বল দেখি, মহারাজের আমি কে ?

দিন। কেন তুমি আমার সখা।

তারা। আচ্ছা ইনি তোমার কে ?

দিন। উনি আমার প্রিয়সখা সখি।

তারা। শুন্লে কুমুন, আমি সখা তুমি সখী।

সখা-সখী, তবে তুমি আমার কে বল দেখি।

কুমু। আমি এই বিনোদের সতিন।

বিনো। যাও ! কিও ! (প্রস্থানোদ্যত)

কুমু। বাস্ কোথা, এই খানে বস্ (কমলের প্রতি)
এখন এস গো মৌনবতি ! এই খানে বস দেখি, ইস্
লজ্জার যে ঘাড় তুলতে পারেন না। তাইত !

কম । না ভাই, আমি বাই ।

কুমু । বাবি কোথা বস্ (সকলের উপবেশন) —

(কমলের চিঠুক ধরিয়া মন্তকোন্নত করিয়া)

মহারাজ ! কে এ, চিন্তে পারেন ?

কম । কিও, বা ।

দিন । এই কি সে সীতাসতী ? বাহার কারণ,

অন্যাপি সাগর ধরে ছন্দরে পাষণ ?

বাহার কারণ, মিলি বনের বানর —

বর্ষরক্তক কিংবা, আৰ্য্যসেনাসনে

হীরা চূড়া অলঙ্কৃত স্বর্ণ লঙ্কা নাশে ?

এই কি সে অভাগিনী, জনক-মন্দিরী

জনম-দুঃখিনী, বিনি, অশোককাননে,

শোকে কাঁদাইলা সদা বক্ষ রক্ষ নরে ?

এই কি রমণীর লাবণ্য-প্রদীপ,

বাহার রূপের উজ্জ্বল উজ্জ্বল শিখায়,

প্রবল প্রতাপ, দোঁড়িও দশানন

সবংশে মরিল পুড়ি পতঙ্গের প্রায় ?

যদি এ কনকলতা, সেই সীতা সতী,

তবে রে, রাবণে দোষে কি হেতু মানব ?

নিবাদী নিষেধ সদা মানে কি বারণ

সরোবরে নিরখিলে কমল কানন ?

শশধর মুখে ছেন সুদার অধরে,

চূষন করিতে সাধ নাহর কাহার ?
 কাহার অনিচ্ছা বল হইতে অমর ?
 সুধা পোলে কেনা যায়, নর কি অমর ?
 কুমু । কিন্তু এক কথা বলি শুন সাবধানে,
 একের অমৃত বাহা, অন্যের গরল ।
 পরকালে আত্মবান ধর্ম্মশীল বারী-
 বিচার করিয়া কাজ করেন তাঁহারী ।
 হারা । সাংসারপতি হতে চাপ, ভাশেরহী হও ।
 মনের দলি ভাঙ্গ বিদ্য, শাস্তেরকাণ্ড ক,
 মনের ভিত্তি, মনঃস্থিতি

কল্লোল ফেঁদে বিপুল-বিক্রমী

পরশুরামের গর্জ, ধ্বংস কর গিয়া ।
 অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, ছত্র, সিংহাসন,
 পার যদি, পরিহারি পিতার আদেশে,
 যদিও অন্যায়, তবু প্রসন্নবদনে,
 অবশ্য কর্তব্য জানি, বনবাসে যাও—
 মনি চাও তবে কেন করিবে ডরাও ?

(হৈমবতীর প্রবেশ ।)

হৈম । বাবা দিনু ! বাপ্ আমার, কত বাতনাই
 তুমি পেয়েছ ! বাপ্‌রে কমলকে আবার আমি পাব,
 তুমি আমার জামাই হবে, এ আশা আমার ছিলনা,
 বাছা, চিরদিনের সাধ আজ আমার পূর্ণ হল । আশী-
 র্বাদ করি তোমরা বেঁচে বর্ত্তে সুখে থাক ।

কুহু। হ্যাঁ জেঠাইমা, বেটা তবে কবে হবে গা।

হৈম। এই পূজাটা বাক্, আর দিনুও একটু
ভাল করে আরাম হোক।

কুহু। কিন্তু জেঠাইমা, ঘটটা করতে হবে বাবু,
শীঘ্রে ফুঁ দিয়ে মাথুলে চলবেনা।

হৈম। ঘটটা করব বৈকি, আমার কমলের বে,
আমার একটা মেয়ে, ঘটটা করবনা ?

(নেপথ্যে) গীত ।

রাগিণী সাহানা তাল বৎ ।

গোলাব তুলিতে গেলে কাঁটা ফুটে গায় ।

কউ বিনা ইউ নিধি পায় কে কোথায় ।

সবে বল জয় জয়,

জয় জগদীশ জয়,

সুখিনী কুলীনকন্যা বাঁহার কুপায় ।

(যবনিকা পতন ।)

সমাপ্ত

